THE BANGLADESH TODAY
Date:17-04-2016 Page: 12, Col 1-3 Size: 16.5 Col*Inc

58 pc Rana Plaza survivors traumatised, 48 pc unemployed: Survey

DHAKA : Some 58 percent survivors of deadly Rana Plaza collapse incident are still traumatised and 48 percent of them remain unemployed even after three years of the tragedy, says a survey report of Actionaid, reports BSS.

The findings of the survey titled 'Three Years Post Rana Plaza: Challenges in RMG Sector' was revealed at the city's Brac Centre Inn on Saturday.

The survey was conducted on 1,300 survivors, mostly aged between 21 and 30, and relatives of 500 readymade garment workers who died in the tragic incident.

Presenting the report, Manager of ActionAid Bangladesh Nuzhat Jabin said 58.4 percent of the Rana Plaza tragedy survivors are still traumatised while psychological condition of 37.3 percent others are not fully stable.

She said the unemployment rate among the survivors has gradually decreased in the last three years. The unemployment rate was 92.5 percent in 2013, 73.7 percent in 2014, 55 percent in 2015 and 48.2 percent in 2016, she noted.

The survey shows that some 79 percent of the survivors now want to run own business for their livelihood, while five percent want to switch their job to other sectors from the garment sector and only five percent of them still have interest in working in the garment industry.

As per the report, the average monthly income of 76 percent survivors was less than Tk 5,300 in 2015.

Chairman of Ain O Salish Kendra Hameeda Hossain said the amount of money the victims are getting as compensation is not enough. The survivors should be given support for a long for their recovery from physical and psychological problems.

Additional Research Director of Centre for Policy Dialogue (CPB) Dr Khandaker Golam Moazzem said as the compensation is being given in phases, the victims can not utilise the money properly.

Country Director of ActionAid Bangladesh Farah Kabir said, "Though three years have elapsed, the workers are getting nothing other than financial assistance. As part of compensation, we have to work in rehabilitating them mentally, socially and financially," she said.

দৈনিক
আজকালের খবর
Date: 17-04-2016 Page 03, Col: 1-4 Size:30 Col*Inc

অ্যাকশন এইডের প্রতিবেদন

কলকারখানায় শ্রমিক নিরাপত্তায় সমন্বিত উদ্যোগ দরকার

● অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

কলকারখানায় শ্রমিক নিরাপত্তায় সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। আগামীতে রানাপ্লাজার মতো ঘটনা যেন আর না ঘটে, সেজন্য প্রয়োজন সব চিত্র সামনে এনে একটা বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা করা। 'বহুপাক্ষিক সংলাপ : রানাপ্লাজা ধর্সের তিন বছর ও পোশাক শিল্পের অগ্রগতি' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ মতামত দিয়েছে অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ। গতকাল শনিবার রাজধানীর ব্র্যাক-ইন সেন্টারে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবিরের সঞ্চালনায় প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচক ছিলেন মানবাধিকারকর্মী ড. হামিদা হোসেন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের ইন্সপেক্টর জেনারেল সাইদ আহমেদ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষক খন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেন, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের (আইএলও) প্রকল্প ব্যবস্থাপক টপো পুটিয়ানেন, পোশাক খাতের উন্নয়নে গঠিত মার্কিন ক্রেতাদের সংগঠন 'অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সেফটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসবাহ রবিন। এছাড়া রানাপ্লাজার ভুক্তভোগী শ্রমিক রফিক খান ও নাজমা আক্তার আলোচনায় অংশ নেন। গবেষণা প্রতিবেদনটি তুলে ধরেন অ্যাকশন এইডের রাইট টু জাস্ট অ্যান্ড ডেমোক্রেটিক গভর্ন্যান্সের (এএবি) ম্যানেজার নুজহাত জেবিন।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, রানাপ্লাজা ধসের তৃতীয় বছরে এসে শ্রমিকদের অনেক উন্নতি হয়েছে। তবে ?আহত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা দ্রুত না পাওয়ায় সেভাবে কাজে আসেনি। রানাপ্লাজার আহত ১ হাজার ৩০০ এবং নিহত ৫০০ শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে গবেষণা প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়। এর মধ্যে বেশিরভাগেরই বয়স ২১ থেকে ৩০ বছর। গবেষণায় বলা হয়েছে, রানাপ্লাজায় আহত শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। আহত শ্রমিকদের মধ্যে ২০১৪ সালে ৯ শতাংশ শ্রমিকের অবস্থা খারাপ ছিল আর ১ দশমিক ৫ শতাংশের অবস্থা ছিল গুরুতর। ২০১৫ সালে ১ হাজার ৪১৪ আহত শ্রমিকের মধ্যে থেকে প্রায় ৭০ শতাংশের অবস্থা ভালোর দিকে। আর ২২ দশমিক ৬ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছেন, তাদের শারীরিক অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। ২০১৬ সালে এসে ৭৮ দশমিক ৮ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছেন, তাদের শারীরিক অবস্থা ভালো। আর ১৪ দশমিক ৬ শতাংশ শ্রমিক বলেছেন, তাদের এখনো বেশকিছু শারীরিক সমস্যা রয়েছে। গবেষণায় আরো বলা হয়, তিন বছরের জরিপ থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, আহত শ্রমিকদের কাজে ফেরার হার ক্রমবর্ধমান। একই সঙ্গে বেকারত্বের হার এ তিন বছরে ক্রমে কমে যাচ্ছে। সর্বশেষ জরিপে দেখা গেছে, আহত শ্রমিকদের

৫২ শতাংশ কোনো চাকরি বা স্বকর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, ৪৮ শতাংশ এখনো বেকার। যারা এ মুহূর্তে কাজে যুক্ত না, তাদের বেশিরভাগই সাময়িকভাবে বেকার। ফারাহ কবির বলেন, আমাদের আইন আছে। কিন্তু তার প্রয়োগ নেই, বাস্তবায়ন নেই। রানাপ্লাজা ধস হওয়ার কথা ছিল না; কিন্তু সংশ্লিষ্ট সবার সম্পূর্ণ ফেইলরের (ব্যর্থতা) কারণেই ঘটেছে। যার যেখানে যে দায়িত্ব ছিল তিনি তা পরিপূর্ণভাবে পালন করেননি। তাই এমন ঘটনা ঘটেছে।

তাই আমাদের সব চিত্র সামনে এনে একটি সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের ইন্সপেক্টর জেনারেল সাইদ আহমেদ বলেন, আমরা প্রতিটি কারখানা পরিদর্শনের চেষ্টা করছি। এ ৪ হাজার ৮০৮টি কারখানার মধ্যে এখন পর্যন্ত ৮০০টি কারখানার তথ্য আমাদের কাছে রয়েছে।

তবে সব খুঁটিনাটি তথ্য এখনো আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে আমাদের চেষ্টা ?অব্যাহত রয়েছে। কারখানায় শ্রমিক নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো ছাড় দেয়া হচ্ছে না বলেও জানান তিনি। এ মুহূর্তে ৪৮১টি কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে।সিপিডির গবেষক খন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, রানাপ্লাজার পর অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু আহত শ্রমিকদের সবার অবস্থা এক নয়। আহত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকির যে সহায়তা দেয়া হয়েছে তা পূর্ণাঙ্গ নয়। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি সমাধানে দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ নেয়া দরকার। এক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা ও সরকারি সংস্থার মধ্যে নেয়া প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে বলে মনে করেন এ গবেষক।

তিনি বলেন, শ্রমিক নিরাপত্তার ইস্যুতে সমন্বিত উদ্যোগ দরকার। আহত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবায় একটি বিশেষ 'স্বাস্থ্যকার্ড' প্রদান করা যেতে পারে, যেন ওই শ্রমিক সব সরকারি হাসপাতালে কার্ড দেখিয়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারেন। এ কাজটি সরকারি দফতর থেকে উদ্যোগ নিলে তালো হয়।

অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সেফটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসবাহ রবিন বলেন, আমাদের মেয়াদ ২০১৮ সালের ১১ জুলাই পর্যন্ত। এরপর আর একদিনও আমরা থাকবো না। কিন্তু অন্য যেসব সংস্থা কাজ করছে, তাদের ওপর বিদেশি ক্রেতাদের কতোটুক আস্থা রয়েছে সেটি ভেবে দেখা দরকার। তা না হলে ২০১৮ সালের পর বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) সেক্টরে সমস্যা দেখা দিতে পারে। তিনি বলেন, আমরা সব কারখা?নাকে সাত দিন সময় দিয়েছি। এ সাত দিনের মধ্যে সব কেচি গেট বা কলাপসিবল গেট তুলে দিতে হবে। তা না হলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেবো।

কেননা যতো দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, কলাপসিবল গেট বন্ধ থাকার কারণে কেউ বের হতে পারেননি। ফলে বহু শ্রমিককে জীবন দিতে হয়েছে। রানাপ্লাজায় থাকা ইথার টেকস্ট এ কাজ করা রফিক খান বলেন, আমি এখনো ঠিকমতো হাঁটতে পারি না। পরবর্তী সময়ে সাভারে কিছু প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে; কিন্তু আমি আর গার্মেন্টসে কাজ করতে চাই না।

অ্যাকশন এইডের এ প্রতিবেদনে শ্রমিকদের শারীরিক অবস্থার পাশাপাশি ক্ষতিপূরণের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে ওঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ক্ষতিপূরণ দিতে মালিক, ক্রেতা, সরকার নানা সময় বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। ক্রেতারা যে টাকা দেয়ার কথা বলেছেন, তারা বলছেন, সেটা দেয়া হয়ে গেছে। তবে শ্রমিকরা যে টাকা পেয়েছেন, সেটা আসলে তাদের কাজে আসছে না। ক্ষতিপূরণে শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে।

আলোকিত বাংলাদেশ
The Daily Alokito Bangladesh

Date: 17-04-2016 Page 12, Col 6-7 Size: 14 Col*Inc

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা নিয়ে অ্যাকশনএইডের প্রতিবেদন

আহত ৫৯ শতাংশ ভুগছেন মানসিক সমস্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদক

তিন বছর আগে রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় যেসব শ্রমিক আহত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ৫৯ শতাংশ এখনও মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। ৩৭ দশমিক ৩ শতাংশ আহত শ্রমিকের অবস্থা ভালোর দিকে যাচ্ছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) অ্যাকশনএইডের এক গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। 'বহুপাক্ষিক সংলাপ : রানা প্লাজা ধসের তিন বছর ও পোশাক শিল্পের অগ্রগতি' শীর্ষক ওই গবেষণা প্রতিবেদন শনিবার রাজধানীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে প্রকাশ করে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ।

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ্ কবিরের সঞ্চালনায় প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচক এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

আহত ৫৯ শতাংশ ভুগছেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

ছিলেন মানবাধিকার কর্মী ড. হামিদা হোসেন, কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের মহাপরিদর্শক (আইজি) সাইদ আহমেদ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষক খন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেন, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের (আইএলও) প্রকল্প ব্যবস্থাপক টপো পুটিয়ানেন, পোশাক খাতের উন্নয়নে গঠিত মার্কিন ক্রেতাদের সংগঠন 'অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সেফটি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসবাহ রবিন। এছাড়া রানা প্লাজার ঘটনায় ভুক্তভোগী শ্রমিক রফিক খান ও নাজমা আক্তার আলোচনায় অংশ নেন। গবেষণা প্রতিবেদনটি তুলে ধরেন অ্যাকশনএইডের রাইট টু জাস্ট অ্যান্ড ডেমোক্র্যাটিক গভর্নেন্সের (এএবি) ম্যানেজার নুজহাত জেবিন। কল-কারখানায় শ্রমিক নিরাপত্তায় সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেন, আগামীতে রানা প্লাজার মতো ঘটনা যেন আর না ঘটে, সেজন্য প্রয়োজন সব চিত্র সামনে এনে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা করা।

প্রতিবেদনে বলা হয়, রানা প্লাজা ধসের তৃতীয় বছরে এসে শ্রমিকদের অনেক উন্নতি হয়েছে। তবে আহত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা দ্রুত না পাওয়ায় সেভাবে কাজে আসেনি। রানা প্লাজার ঘটনায় আহত ১ হাজার ৩০০ এবং নিহত ৫০০ শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে গবেষণা প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়। আহত শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, আহত (শ্রমিকদের) মধ্যে ২০১৪ সালে ৯ শতাংশ শ্রমিকের অবস্থা খারাপ ছিল, আর ১ দশমিক ৫ শতাংশের অবস্থা ছিল গুরুতর। ২০১৫ সালে (আহতদের মধ্যে) ৭০ শতাংশের অবস্থা ভালোর দিকে গেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। তবে ২২ দশমিক ৬ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছেন, তাদের শারীরিক অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। ২০১৬ সালে এসে ৭৮ দশমিক ৮ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছেন, তাদের শারীরিক অবস্থা ভালো। আর ১৪ দশমিক ৬ শতাংশ শ্রমিক বলেছেন, তাদের এখনও বেশকিছু শারীরিক সমস্যা রয়ে গেছে।

গবেষণা প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, তিন বছরের জরিপ থেকে প্রতীয়মান হয়, আহত শ্রমিকদের কাজে ফেরার হার ক্রমবর্ধমান। একইসঙ্গে বেকারত্বের হার এ ৩ বছরে ক্রমেই কমে যাচ্ছে। সর্বশেষ জরিপে দেখা গেছে, আহত শ্রমিকদের ৫২ শতাংশ কোনো চাকরি বা স্বকর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, ৪৮ শতাংশ এখনও বেকার। যারা এ মুহূর্তে কাজে যুক্ত নয়, তাদের বেশিরভাগই সাময়িক বেকার। গত বছর বেকারের সংখ্যা ছিল ৫৫ শতাংশ।

আমাদের অর্থনীতি
Date:17-04-2016 Page 08, Col 06 Size:14 Col*Inc

রানা প্লাজা ট্র্যাজিডি

বেঁচে যাওয়া ৫৯ ভাগ শ্রমিক দীর্ঘমেয়াদি মানসিক সমস্যাগ্রস্ত

রিকু আমির : রানা প্লাজা ট্র্যাজিডি থেকে বেঁচে যাওয়া প্রায় ৫৯ ভাগ শ্রমিক দীর্ঘমেয়াদি মানসিক সমস্যায় ভুগছেন বলে একশন এইডের গবেষণায় উঠে এসেছে। ৪৮ ভাগ শ্রমিক এখনও বেকার বলেও গবেষণায় তথ্য আছে।

গতকাল শনিবার মহাখালীস্থ ব্রাক সেন্টার ইনে 'রানা প্লাজা ধসের তিন বছর : পোশাকশিল্পের অগ্রগতি' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসব তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, বেঁচে থাকা শ্রমিকদের প্রায় ৭৯ শতাংশ নিজে এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৭

বেঁচে যাওয়া ৫৯

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ব্যবসা করতে চান। মাত্র ৫ ভাগ শ্রমিক পোশাকশিল্পে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ এখনও অধিকাংশ শ্রমিকদের মধ্যে কারখানায় কাজ করার ভীতি আছে। প্রতিবেদনের এই জরিপে মোট ১ হাজার ৩০০ জন অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগের বয়স ২১ থেকে ৩০ এর মধ্যে। আর মৃত শ্রমিকের পরিবারের ক্ষেত্রে ৫০০ পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

প্রতিবেদন বলছে, দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের ২০ ভাগেরই পরিবারে ২ জন করে নির্ভরশীল সদস্য আছে। ২৩ ভাগের আছে ৪ জন করে নির্ভরশীল সদস্য। এখন ওই শ্রমিকরা যে আয় করেন তার ৬১ ভাগ চলে যায় খাবারে। আয়ের প্রায় ১৬ ভাগ যাচ্ছে ঘর ভাড়ায়। তারা মাত্র ৮ ভাগ টাকা খরচ করতে পারেন চিকিৎসার ক্ষেত্রে। তবে এই ক্ষেত্রে টাকাটা বেশি দরকার ছিল আবার কাজে ফিরতে।

প্রতিবেদনের ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে কথা বলেন দুজন শ্রমিক। তাদের একজন নাজমা আক্তার। তিনি বলেন, আমি ফ্যান্টম ফ্যাক্টরিতে ক্লাজ করতাম। বিদ্যুৎ চলে যাবার পর শব্দ হলো। সব ভেঙে পড়ল। শরীরে প্রচণ্ড আঘাত পাই। তারপর আপনার জানেন। এখন গার্মেন্টে ফিরে যেতে চাই না। সেই ঘটনা আমি ভুলতে পারি না। ঘটনার পর আমি তিন ধাপে টাকা পেয়েছি। প্রথমে ৫০ হাজার পরে ৩৫ হাজার এবং শেষে ৬০ হাজার। তবে এই টাকা বেশি কাজে লাগাতে পারিনি। এখনও আমার মাথায় সমস্যা। চিকিৎসা এখনও শেষ করতে পারি নাই। ইথার টেক্সস্টকর্মী রফিক খানও কথা বলেন।

একশনএইডের এই প্রতিবেদনে ক্ষতিপূরণের বিষয়টিও উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ক্ষতিপূরণ দিতে মালিক, ক্রেতা, সরকার নানা সময় নানা উদ্যোগ নিয়েছে। ক্রেতারা যে টাকা দেওয়ার কথা বলেছে, তারা বলছে সেটা দেওয়া হয়ে গেছে। তবে শ্রমিকরা যে টাকা পেয়েছে, সেটা আসলে তাদের কাজে আসছে না। ক্ষতিপূরণে শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের চেয়ারপারসন হামিদা হোসেন বলেন, শ্রমিকরা যা পেয়েছে বা পাচ্ছে তাকে আসলে ক্ষতিপূরণ বলা যাবে না। এখন আইনে ১ লাখ ২০ হাজার টাকার কথা বলা হয়েছে। আইনি কিছু জটিলতা আছে। শ্রমিকরা যে শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় পড়েছেন তাতে তাদের দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা জরুরি।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, শ্রমিকদের জন্য যে সহায়তা দেওয়া হয়েছে সেটা পূর্ণাঙ্গ নয়। তাদের কর্মসংস্থান, পুনর্বাসনের জন্য যা করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। শ্রমিকরা এখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় শারীরিক ও মানসিক সমস্যা নিয়ে আছেন। যারা যে জায়গায় আছেন সেখানে গিয়ে সহযোগিতা করতে হবে। শ্রমিকদের যে আর্থিক সহযোগিতা ভেঙে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, এই টাকা তারা কাজে লাগাতে পারেনি।

প্রতিবেদনে নানা বিশ্লেষণ করে বলা হয়, কোন প্রক্রিয়ায় এবং কোন মানদণ্ডে এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলো এটা এখনও শ্রমিকদের কাছে পরিষ্কার না। রানা প্লাজা ধসের পর শ্রম আইন সংশোধন একটি বড় ঘটনা। কিন্তু এখনও বেশকিছু বিষয়ে পরিবর্তন দরকার বিশেষ করে শ্রমিককর্তৃক অসৎ আচরণের সংজ্ঞা, ফ্যাক্টরি বন্ধ ঘোষণা ইত্যাদি। আর মালিক পক্ষকে অবহিত করা এবং ফ্যাক্টরির বাইরের কেউ ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হতে পারবে না এই সমস্ত বিষয় মুক্ত সংগঠন চর্চার পরিপন্থী। আগস্ট ২০১৫ পর্যন্ত রেজিস্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ৪৬৪ যা বিগত বছরগুলোর তুলনায় বেশ ইতিবাচক।

সম্পাদনা : দীপক চৌধুরী

আমাদের সময়
Date:17-04-2016 Page:2, Col 3-4 Size:6 col* inc

একশনএইডের প্রতিবেদন

রানা প্লাজায় দুর্ঘটনার শিকার অর্ধেক শ্রমিক এখনো বেকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সাভারের বধ্যভূমিখ্যাত রানা প্লাজা দুর্ঘটনার শিকার ৪৮ শতাংশ শ্রমিক এখনো বেকার। শারীরিক ও মানসিক সমস্যার কারণে তারা এখনো কাজে ফিরতে পারছেন না। একশনএইড বাংলাদেশের এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য ফুটে উঠেছে। প্রতিবেদন বলা হয়েছে, দুর্ঘটনার পর বেঁচে থাকা প্রায় ৫৯ ভাগ শ্রমিক দীর্ঘমেয়াদি মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। গতকাল শনিবার মহাখালীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে 'রানা প্লাজা ধসের তিন বছর : পোশাকশিল্পের অগ্রগতি' শীর্ষক এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে বেসরকারি সংস্থা একশনএইড।

যেখানে রানা প্লাজা থেকে বেঁচে যাওয়া শ্রমিকদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং পোশাক খাতের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, কারখানা পরিদর্শন ও প্রতিস্থাপন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সাঈদ আহমেদ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-আইএলও-এর কর্মসূচি ব্যবস্থাপক টিউমো পটিআইনেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, বেঁচে থাকা শ্রমিকদের প্রায় ৭৯ শতাংশ নিজে ব্যবসা করতে চান। মাত্র ৫ ভাগ শ্রমিক পোশাকশিল্পে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ এখনো অধিকাংশ শ্রমিকদের মধ্যে কারখানায় কাজ করার ভীতি আছে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
Date:17-04-16 Page: 3 Col:5-7 Size: 7.5 Col*Inc

পোশাকশ্রমিকদের ক্ষতিপূরণে আইনি কাঠামো দরকার

অ্যাকশন এইডের সেমিনারে বক্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদক

তিন বছর আগে রানা প্লাজা ভবন ধসে নিহত, আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের আইনি কাঠামোর আলোকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য একটি 'জাতীয় ক্ষতিপূরণ কাঠামো' দরকার বলে মনে করেন বিশিষ্টজনেরা। তারা বলেন, রানা প্লাজার শ্রমিকরা আর্থিক সহায়তা পেলেও, ক্ষতিপূরণ পাননি। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আইনি কাঠামো এখনো ঠিক হয়নি। বিষয়টি আদালতে বিবেচনাধীন। তবে দেশের আর্থ-সামাজিক চাহিদাকে ভিত্তি করে 'জাতীয় ক্ষতিপূরণ কাঠামো' তৈরির পরামর্শ দিয়েছে অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ।

গতকাল মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে 'বহুপাক্ষিক সংলাপ : রানা প্লাজা ধসের তিন বছর ও পোশাকশিল্পের অগ্রগতি' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে বেসরকারি সংস্থা অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। সংস্থার কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ্ কবিরের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন আইন ও সালিস কেন্দ্রের চেয়ারপারসন ড. হামিদা হোসেন, কল-কারখানা পরিদর্শন ও প্রতিস্থাপন অধিদফতরের মহাপরিদর্শক সাঈদ আহমেদ, সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, আইএলওর কর্মসূচি ব্যবস্থাপক টিউমো পটিআইনেন প্রমুখ।

daily observer
Second Edition
We stand for people's rights
www.observerbd.com
Date:17-04-2016 Page 01, Col 6-8 Size: 21 Col*Inc

Nearly half the Rana Plaza victims still unemployed

Staff Correspondent

A survey conducted by ActionAid, Bangladesh on the victims of Rana Plaza tragedy revealed that about 48 per cent of them are unemployed and have been suffering from mental agony.

They cannot re-join their jobs due to mental and physical problems.

The tragedy occurred on April 24 in 2013, when a garment factory housed in Rana Plaza building located at Savar collapsed killing at least 1,133 people.

The president

SEE PAGE 2 COL 6

Nearly half the Rana Plaza

FROM PAGE 1

of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association confirmed that 3,122 workers were in the building at the time of collapse.

The survey report also revealed that about 58.4 per cent of the victims are suffering from long run mental disorder.

ActionAid, Bangladesh released this report titled "Three years of Rana Plaza: The progress of RMG" at BRAC Inn Centre on Saturday.

The report said that about 79 per cent Rana Plaza victims instead of taking jobs in the RMG factories want to start a business independently. Only five per cent of them showed enthusiasm to work in the RMG sector as panic haunts most of the victims. Working in RMG factories has become a nightmare for them.

The main aim of the survey was to focus on the present condition of the RMG workers, and the progress of RMG sector. A total of 1,300 victims aged between 21 to 30 were covered in the survey.

The information and data were collected from the families, of about 500 victims, who died during the collapse. Of them, about 20 per cent families have at least two or three members who are dependent on the victims of Rana Plaza. The survey report also revealed that about 61 per cent of the income is spent for purchasing rice, 16 per cent for paying house rent while only eight per cent is spent for the treatment of the victims.

As per the report, the average monthly income of 76 percent survivors was less than Tk 5,300 in 2015.

Chairman of Ain O Salish Kendra Hameeda Hossain said the amount of money the victims are getting as compensation is not enough. The survivors should be given support for a long for their recovery from physical and psychological problems.

Additional Research Director of Centre for Policy Dialogue (CPB) Dr Khandaker Golam Moazzem said as the compensation is being given in phases, the victims can not utilise the money properly.

Country Director of ActionAid Bangladesh Farah Kabir said, "Though three years have elapsed, the workers are getting nothing other than financial assistance. As part of compensation, we have to work in rehabilitating them mentally, socially and financially," she said.

বাংলাদেশ সময়
THE DAILY BANGLADESH SHOMOY
Date:17-04-2016 Page:1, Col:7-8 Size:20 Col*Inc

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার শিকার অর্ধেক শ্রমিক এখনো বেকার

নিজস্ব প্রতিবেদক

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার শিকার ৪৮ শতাংশ শ্রমিক এখনো বেকার। শারীরিক ও মানসিক সমস্যার কারণে তাঁরা এখনো কাজে ফিরতে পারছেন না। বেঁচে থাকা প্রায় ৫৯ শতাংশ শ্রমিক দীর্ঘমেয়াদি মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। অন্যদিকে বেঁচে থাকা শ্রমিকদের প্রায় ৭৯ শতাংশ নিজে ব্যবসা করতে চান। মাত্র ৫ শতাংশ শ্রমিক পোশাকশিল্পে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ, এখনো অধিকাংশ শ্রমিকদের মধ্যে কারখানায় কাজ করার ভীতি আছে।

রানা প্লাজা ধসের পর শ্রমিকদের পরিস্থিতি নিয়ে বেসরকারি সংস্থা 'অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ'র এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল শনিবার রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টার ইন-এ 'রানা প্লাজা ধসের তিন বছর : পোশাকশিল্পের অগ্রগতি' শীর্ষক এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদন তৈরিতে মোট ১ হাজার ৩০০ শ্রমিকের ওপর জরিপ চালানো হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের বেশির ভাগেরই বয়স ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে।

▷ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫ ব

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার

আর মৃত শ্রমিকের পরিবারের ক্ষেত্রে ৫০০ পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অ্যাকশন এইডের এই প্রতিবেদনে ক্ষতিপূরণের বিষয়ে বলা হয়, ক্ষতিপূরণ দিতে মালিক, ক্রেতা, সরকার নানা সময় নানা উদ্যোগ নিয়েছে। ক্রেতারা যে টাকা দেওয়ার কথা বলেছে, তারা বলছে, সেটা দেওয়া হয়ে গেছে। তবে শ্রমিকরা যে টাকা পেয়েছে, সেটা আসলে তাদের কাজে আসছে না। ক্ষতিপূরণে শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। এ ছাড়া কোন প্রক্রিয়ায় এবং কোন মানদণ্ডে এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলো, এটা এখনো শ্রমিকদের কাছে পরিষ্কার নয়। রানা প্লাজা ধসের পর শ্রম আইন সংশোধন একটি বড় ঘটনা। কিন্তু এখনো বেশ কিছু বিষয়ে পরিবর্তন দরকার, বিশেষ করে শ্রমিক কর্তৃক অসৎ আচরণের সংজ্ঞা, ফ্যাক্টরি বন্ধ ঘোষণা ইত্যাদি।

অ্যাকশন এইডের প্রতিবেদনের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্রে চেয়ারপারসন হামিদা হোসেন বলেন, শ্রমিকরা যা পেয়েছে বা পাচ্ছে তাকে আসলে ক্ষতিপূরণ বলা যাবে না। এখন আইনে ১ লাখ ২০ হাজার টাকার কথা বলা হয়েছে। আইনি কিছু জটিলতা আছে। শ্রমিকরা যে শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় পড়েছেন তাতে তাদের দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা জরুরি। আর এর সাথে দায়বদ্ধতা জড়িত। এখন শ্রমিকদের উন্নয়নে নানা কাজ করা হচ্ছে, তবে তার সমন্বিত কোনো উদ্যোগ নেই।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, শ্রমিকদের জন্য যে সহায়তা দেওয়া হয়েছে, সেটা পূর্ণাঙ্গ নয়। তাদের কর্মসংস্থান, পুনর্বাসনের জন্য যা করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। শ্রমিকরা এখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় শারীরিক ও মানসিক সমস্যা নিয়ে আছেন। যারা যে জায়গায় আছেন, সেখানে গিয়ে সহযোগিতা করতে হবে। শ্রমিকদের যে আর্থিক সহযোগিতা ভেঙে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এই টাকা তারা কাজে লাগাতে পারেনি।

কারখানা পরিদর্শন ও প্রতিস্থাপন অধিদফতরের মহাপরিদর্শক সাঈদ আহমেদ বলেন, রানা প্লাজার পর সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। একটি ডিপার্টমেন্ট তৈরি করা হয়েছে। যার সবচেয়ে বড় অর্জন কারখানাগুলোর বড় একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। যেখানে ৪ হাজার ৮০৮টি ফ্যাক্টরির তথ্য দেওয়া হয়েছে। আমরা কারখানা পরিদর্শন করছি। তবে শুধু পরিদর্শনই সমাধান না। মালিকদের এগিয়ে আসতে হবে শ্রমিকদের নিরাপত্তায়। সকল পক্ষকে নিয়ে কাজ করতে হবে। শুধু মামলা বা ইনস্পেকশন দিয়ে পরিস্থিতির উন্নতি হবে না।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কর্মসূচি ব্যবস্থাপক টিউমো পটিআইনেন বলেন, শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও গার্মেন্ট সেক্টরের উন্নতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নিতে হবে। দেখা গেল— সরকার, মালিক, ক্রেতারা নানা দিক দিয়ে উদ্যোগ নিচ্ছেন, যার আইনি বা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ভিত্তি নেই। ভবিষ্যতে যাতে রানা প্লাজার মতো ঘটনা না ঘটে সে জন্য যৌথ উদ্যোগ নিতে হবে। শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়ন করতে দিতে হবে।

এদেশের কারখানার কর্মপরিবেশ ঠিক করতে কাজ করা উত্তর আমেরিকার ক্রেতা জোট অ্যালায়েন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেছবা রবিন বলেন, বাংলাদেশের পোশাক খাতে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ। এখনো সাব কন্ট্রাক্টিংয়ের জন্য কোনো নীতি বা ব্যবস্থাপনা নেই। তাই শ্রমিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। আমরা ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করেছি। তবে ফ্যাক্টরির কর্মপরিবেশ উন্নতি করার দায়িত্ব মালিকের। সেটা সে না করলে কারখানার পরিবেশ কোনোভাবেই উন্নত হবে না। ইউরোপের ক্রেতা জোট অ্যাকর্ড ও আমরা ১১ জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কাজ করব। তারপর কী হবে? কারণ কারখানার নিরাপত্তা ও উন্নয়ন একটি কারিগরি বিষয়।

অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ও অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ফারাহ্ কবির বলেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর ক্ষতিপূরণ, নিরাপত্তা, কর্মপরিবেশ নিয়ে বিভিন্নভাবে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে গবেষণার ফলাফল আমাদের আশাবাদী করছে না। আমাদের কাজ ও উদ্যোগগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে না পারলে অবস্থার পরিবর্তন হবে না। তিন বছর পার হয়ে গেল। এখন পর্যন্ত শ্রমিকদের যা দেওয়া হয়েছে সেটা আর্থিক সহযোগিতা। ক্ষতিপূরণ বললেই শ্রমিকের মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক বিষয়গুলোকে নিয়ে কাজ করতে হবে। এখানে কাজ করতেই হবে। আর এ জন্য সমন্বয়টা খুবই জরুরি। আমরা আরেকটা রানা প্লাজা দেখতে চাই না।

অনুষ্ঠানে গবেষণা প্রতিবেদন তুলে ধরেন অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের ম্যানেজার নুজহাত জেবিন। গবেষণার প্রথম ভাগে রানা প্লাজার দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়। দ্বিতীয় ভাগে পোশাক খাতের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়। গবেষণার শেষে পোশাক খাতের উন্নতিতে কিছু সুপারিশ করা হয়। সুপারিশগুলোর মধ্যে আছে— একটি জাতীয় ক্ষতিপূরণ কাঠামো করা, নিয়মিত কারখানা পরিদর্শন ও এ সংক্রান্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা, কারখানায় স্বাধীনভাবে সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত করা, শ্রম আইনের দুর্বল দিকগুলো সংশোধন করা।

ভোরের ডাক
Date:17-04-2016 Page 08,Col 1-4 Size: 14 Col*Inc

রানা প্লাজার আহত শ্রমিকদের ৫৯ শতাংশ মানসিক সমস্যায় ভুগছে

স্টাফ রিপোর্টার : রানা প-াজা ধসে আহত শ্রমিকদের ৫৯ শতাংশ এখনো মানসিক সমস্যায় ভুগছেন বলে জানিয়েছে বেসরকারি সংস্থা অ্যাকশনএইড।

গতকাল শনিবার রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক ইন সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে এ তথ্য প্রকাশ করে। বেসরকারি সংস্থাটি রানা প-াজা ধসের ঘটনায় আহত ১ হাজার ৩০০ জন শ্রমিকের সঙ্গে টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে এ জরিপ চালায়। নিহত শ্রমিকদের পরিবারের ৫০০ জন সদস্যের সঙ্গেও তারা কথা বলেছে।

জরিপের তথ্যানুযায়ী, আহত শ্রমিকদের শারীরিক অবস্থা ভালোর দিকে যাচ্ছে, কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে এখনো কিছু জটিলতা আছে।

৫৮ দশমিক ৪ শতাংশ শ্রমিক দীর্ঘমেয়াদি মানসিক সমস্যায় ভুগছেন এবং ৩৭ দশমিক ৩ শতাংশ আহত শ্রমিকের অবস্থা ভালোর দিকে যাচ্ছে। ৪ দশমিক ৩ শতাংশ শ্রমিক পুরোপুরি ভালো হয়ে গেছেন।

জরিপে আরো দেখা গেছে, আহত শ্রমিকদের শতকরা ৫২ জন চাকরি বা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ৪৮ শতাংশ এখনো বেকার। গত বছর এ বেকারের সংখ্যা ছিলো প্রায় ৫৫ শতাংশ। অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ'র পরিচালক ফারাহ কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সৈয়দ আহম্মদ, বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, মানবাধিকারকর্মী ফাহমিদা হোসেন প্রমুখ।

বণিক বার্তা
Date:17-04-2016 Page 06 Col 1-3 Size: 21 Col*Inc

রানা প্লাজা ধসের তিন বছর

শ্রমিকদের কাজে লাগেনি অর্থসহায়তা ও প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের অর্থসহায়তা ও কাজে ফিরতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ঘটনার তিন বছরে এগুলো কাজে লাগিয়ে পোশাক খাতের কতটুকু পরিবর্তন এসেছে, তা নিয়ে জরিপ চালিয়েছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ। জরিপে উঠে এসেছে, এসব অর্থসহায়তা ও প্রশিক্ষণ শ্রমিকদের কোনো কাজে আসছে না।

গতকাল ঢাকার ব্র্যাক সেন্টার ইনে 'রানা প্লাজা ধসের তিন বছর: পোশাক শিল্পের অগ্রগতি' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে অ্যাকশনএইড। এ সময় ঘটনায় বেঁচে যাওয়া শ্রমিকদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং পোশাক খাতের অগ্রগতি নিয়ে বহুপক্ষীয় আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জানানো হয়, ধসের ঘটনায় বেঁচে যাওয়া ১ হাজার ৩০০ এবং মৃত ৫০০ শ্রমিকের আত্মীয়স্বজনের ওপর টেলিফোন সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে চলতি বছরের ১৫-৩১ মার্চ সময়ের মধ্যে জরিপটি চালানো হয়।

গবেষণা প্রতিবেদনটির বিষয়বস্তু তুলে ধরেন অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের ম্যানেজার নুজহাত জেবিন। প্রতিবেদনে বলা হয়, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার শিকার ৪৮ শতাংশ শ্রমিক এখনো বেকার। শারীরিক ও মানসিক সমস্যার কারণে তারা এখনো কাজে ফিরতে পারছেন না। ২০১৩-২০১৫ পর্যন্ত চালানো জরিপের ফলাফলে বেকারত্বের হার ছিল যথাক্রমে ৯২ দশমিক ৫, ৭৩ দশমিক ৭ এবং ৫৫ শতাংশ।

অ্যাকশনএইডের জরিপ

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, জরিপ চলাকালীন সময়ে বেঁচে থাকা শ্রমিকদের মধ্যে ২১ শতাংশ বিভিন্ন গার্মেন্ট কারখানায় কাজ করছেন, ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত আছেন ২৩ দশমিক ২ শতাংশ। এছাড়া দর্জি হিসেবে কাজ করছেন ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ। কারখানা-ভীতিতে আক্রান্ত অধিকাংশ শ্রমিক।

দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের ২০ ভাগের পরিবারে নির্ভরশীল সদস্যের সংখ্যা দুজন। চারজন করে নির্ভরশীল সদস্য রয়েছে ২৩ ভাগের। গবেষণায় দেখা গেছে, এসব শ্রমিকের আয়ের ৬১ ভাগ চলে যায় খাবারে, ১৬ ভাগ যায় ঘর ভাড়ায়। চিকিৎসার ক্ষেত্রে তারা খরচ করতে পারেন মাত্র ৮ ভাগ টাকা।

অ্যাকশনএইডের প্রতিবেদনে বলা হয়, শ্রমিকদের অর্থসহায়তা দিতে মালিক, ক্রেতাগোষ্ঠী ও সরকার নানা সময় নানা উদ্যোগ নিয়েছে। ক্রেতাদের ভাষ্য অনুযায়ী, তাদের যে টাকা দেয়ার কথা, সেটা দেয়া হয়ে গেছে। যদিও শ্রমিকরা যা পেয়েছেন, তা আসলে তাদের কাজে আসছে না। কারণ, এসব অর্থসহায়তায় শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে গেছে। আবার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলোও খুব একটা কার্যকর নয় বলে মত দিয়েছেন জরিপের আওতায় থাকা শ্রমিকরা।

জরিপে দেখা গেছে, ধসের শিকার বেঁচে যাওয়া শ্রমিকরা যে অর্থসহায়তা পেয়েছেন তার ৩৩ শতাংশ তারা ব্যয় করেছেন পুরনো ঋণ ফেরত দেয়ার কাজে। ৪৯ শতাংশ ব্যয় করছেন দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ব্যয় করতে পেরেছেন ১৬ শতাংশ। ১ শতাংশ ব্যয় হয়েছে বিনোদনে।

জরিপে আরো জানা যায়, বেঁচে যাওয়া শ্রমিকদের ৭৪ শতাংশেরই কোনো সঞ্চয় নেই।

ধসে প্রাণ যাওয়া শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, তারা যে অর্থসহায়তা পেয়েছেন তার ৩৫ শতাংশ পুরনো ঋণ পরিশোধে ব্যয় হয়েছে। ২৪ শতাংশ ব্যয় হয়েছে দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ব্যয় হয়েছে ৩১ শতাংশ অর্থসহায়তা। ২৭ দশমিক ৪ শতাংশ শ্রমিক পরিবারের কোনো ধরনের সঞ্চয় নেই বলে জরিপে দেখা গেছে।

ধসপরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন শ্রমিকরা। সিআরপি, ব্র্যাক, কারিতাস, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের মাধ্যমে এসব প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ নেয়া শ্রমিকদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ নিয়েছেন মুদি দোকান পরিচালনার। গবাদিপশু পালনের ক্ষেত্রে ৬ দশমিক ২ শতাংশ এবং কম্পিউটার-সংশ্লিষ্ট মৌলিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ৩ দশমিক ২ শতাংশ। প্রশিক্ষণগুলো কাজে এসেছে বলে জানিয়েছেন ৫৯ দশমিক ৮ শতাংশ শ্রমিক। আর এসব প্রশিক্ষণ কোনো কাজে না আসার কথা জানিয়েছেন ৪০ দশমিক ২ শতাংশ শ্রমিক।

গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপনা শেষে বহুপক্ষীয় আলোচনায় অংশ নেন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের চেয়ারপারসন হামিদা হোসেন, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ— সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ও অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ফারাহ্ কবির, কারখানা পরিদর্শন ও প্রতিস্থাপন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সাঈদ আহমেদ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা— আইএলওর কর্মসূচি ব্যবস্থাপক টিউমো পটিআইনেন, উত্তর আমেরিকার ক্রেতাজোট অ্যালায়েন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসবাহ রাবীন।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের চেয়ারপারসন হামিদা হোসেন বলেন, 'শ্রমিকরা যে অর্থসহায়তা পেয়েছেন তাকে আইনসিদ্ধ কোনো ক্ষতিপূরণ বলা যাবে না। তারা যা পেয়েছেন তা অনুদানও বলা যেতে পারে। আইনানুগ ক্ষতিপূরণ কাঠামো তৈরিতে আইনি জটিলতা রয়েছে।'

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ— সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, 'শ্রমিকদের জন্য দেয়া সহায়তা পূর্ণাঙ্গ নয়। তাদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের জন্য যা করা হয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে ভেঙে ভেঙে। ফলে তা কোনো কাজে লাগেনি।'

কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সৈয়দ আহমেদ বলেন, 'শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিতে মালিকদেরই এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য সব পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে হবে। শুধু মামলা বা ইনস্পেকশন দিয়ে পরিস্থিতির উন্নতি হবে না।'

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কর্মসূচি ব্যবস্থাপক টিউমো পটিআইনেন বলেন, 'শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও গার্মেন্ট সেক্টরের উন্নতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নিতে হবে। ভবিষ্যতে যেন রানা প্লাজার মতো ঘটনা না ঘটে, সেজন্য যৌথ উদ্যোগ নিতে হবে। শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়ন করতে দিতে হবে।'

দৈনিক
দিনকাল
Date:17-04-2016 Page 01, Col 04 Size: 15.5 Col*Inc

রানা প্লাজার আহত শ্রমিকদের ৫৯ ভাগ মানসিক সমস্যায়

দিনকাল রিপোর্ট

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার শিকার ৪৮ ভাগ শ্রমিক এখনো বেকার। শারীরিক ও মানসিক সমস্যার কারণে তারা এখনো কাজে ফিরতে পারছেন না। অপরদিকে এদের অধিকাংশ শ্রমিকের কারখানায় কাজ করার ভীতি আছে। একশনএইড বাংলাদেশের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে আরো বলা হয়েছে, বেঁচে থাকা প্রায় ৫৯ ভাগ শ্রমিক দীর্ঘমেয়াদী মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। ব্রাক সেন্টার ইন-এ 'রানা প্লাজা ধসের তিন বছর : পোশাক শিল্পের অগ্রগতি' শীর্ষক প্রতিবেদন গতকাল শনিবার প্রকাশ করে একশনএইড। অনুষ্ঠানে গবেষণা প্রতিবেদন তুলে ধরেন একশনএইড বাংলাদেশের > পৃ ২ ক ৬>

রানা প্লাজার আহত শ্রমিকদের

প্রথম পাতার পর

ম্যানেজার নুজহাত জেবিন।

গবেষণার ফলাফলে দেখানো হয়, বেঁচে থাকা শ্রমিকদের প্রায় ৭৯ শতাংশ নিজে ব্যবসা করতে চান। মাত্র পাঁচ ভাগ শ্রমিক পোশাক শিল্পে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ এখনো অধিকাংশ শ্রমিকের মধ্যে কারখানায় কাজ করার ভীতি আছে।

প্রতিবেদনের এই জরিপে মোট ১৩০০ জন অংশগ্রহণ করেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের বেশির ভাগেরই বয়স ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে। আর মৃত শ্রমিকের পরিবারের ক্ষেত্রে ৫০০ পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

প্রতিবেদন বলছে, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের ২০ ভাগেরই পরিবারে দুইজন করে নির্ভরশীল সদস্য আছে। ২৩ ভাগের আছে চারজন করে।

গবেষণায় দেখা গেছে, এখন ওই শ্রমিকরা যে আয় করেন তার ৬১ ভাগ চলে যায় খাবারে। আয়ের প্রায় ১৬ ভাগ যাচ্ছে ঘর ভাড়ায়। তারা মাত্র আট ভাগ টাকা খরচ করতে পারেন চিকিৎসায়। তবে এই ক্ষেত্রে টাকাটা বেশি দরকার ছিল আবার কাজে ফিরতে।

প্রতিবেদনের ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে কথা বলেন দুইজন শ্রমিক। তাদের একজন নাজমা আক্তার বলেন, ঘটনার পর আমি তিন ধাপে টাকা পেয়েছি। প্রথমে ৫০ হাজার পরে ৩৫ হাজার এবং শেষে ৬০ হাজার। তবে এই টাকা বেশি কাজে লাগাতে পারিনি। এখনো আমার মাথায় সমস্যা। চিকিৎসা এখনো শেষ করতে পারিনি। রানা প্লাজায় থাকা ইথার টেক্সটে কাজ করা রফিক খান বলেন, আমি এখনো ঠিকমত হাঁটতে পারি না। বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা পেয়েছি। তবে এখনো ভালো হতে পারিনি। একশনএইডের এই প্রতিবেদনে ক্ষতিপূরণের বিষয়টিও উঠে আসে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ক্ষতিপূরণ দিতে মালিক, ক্রেতা, সরকার নানা সময় নানা উদ্যোগ নিয়েছে। ক্রেতারা যে টাকা দেয়ার কথা বলেছে, তারা বলছে সেটা দেয়া হয়ে গেছে। তবে শ্রমিকরা যে টাকা পেয়েছে, সেটা আসলে তাদের কাজে আসছে না। ক্ষতিপূরণে শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে।

এদিকে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশের তথ্য তুলে ধরার পর আইন ও সালিশ কেন্দ্রে চেয়ারপারসন হামিদা হোসেন বলেন, শ্রমিকরা যা পেয়েছে বা পাচ্ছে তাকে আসলে ক্ষতিপূরণ বলা যাবে না। এখন আইনে এক লাখ ২০ হাজার টাকার কথা বলা হয়েছে।

আইনি কিছু জটিলতা আছে। শ্রমিকরা যে শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় পড়েছেন তাতে তাদের দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা জরুরি। আর এর সাথে দায়বদ্ধতা জরিত। এখন শ্রমিকদের উন্নয়নে নানা কাজ করা হচ্ছে তবে তার সমন্বিত কোনো উদ্যোগ নেই।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, শ্রমিকদের জন্য যে সহায়তা দেয়া হয়েছে সেটা পূর্ণাঙ্গ নয়। তাদের কর্মসংস্থান, পুনর্বাসনের জন্য যা করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

অপরদিকে একশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ও অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ফারাহ কবির বলেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর ক্ষতিপূরণ, নিরাপত্তা, কর্মপরিবেশ নিয়ে বিভিন্নভাবে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে গবেষণার ফলাফল আমাদের আশাবাদী করছে না। আমাদের কাজ ও উদ্যোগগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে না পারলে অবস্থার পরিবর্তন হবে না।

theindependent
Date: 17-04-2016 Page: 20, Col: 7-8 Size: 16 Col*Inc

RANA PLAZA TRAGEDY

Half of survivors still jobless

STAFF REPORTER

Around 48 per cent of Rana Plaza tragedy survivors are yet to return to their work due to physical or mental problems even nearly three years after the industrial tragedy took place, according to a survey report.

About 59 per cent of the workers who survived the accident have been suffering from long-term mental trauma, said the ActionAid's report on "Rana Plaza Driving RMG Sector: Critical Reflection".

ActionAid, an international non-governmental organisation, whose primary aim is to work against poverty and injustice worldwide, unveiled the report yesterday at BRAC Centre Inn.

The survey is based on interaction with 1,300 people who once worked in Rana Plaza garment factories and on 500 families that lost their members in the building collapse.

The report also said that 79 of the Rana Plaza tragedy survivors want to set up their own businesses. Only 5 per cent of them are interested in going back to garment sector.

Rafique Khan, a worker in Ether Text Garments in Rana Plaza, said: "I got treatment through government assistance but I could not get well fully. I have to continue my treatment with my own money."

"I have a small shop now, with which I try to run my family. I don't want to go back to the garment sector anymore," he said.

The report said the victims who survived the building collapse could not utilise the money they got as compensation. They received the money in phases. Their physical and mental condition was also not duly considered while giving the compensation.

Dr Hameeda Hossain, chairperson of Ain O Salish Kendra (ASK), said "The amount the victim workers received cannot be termed as compensation. The workers who have been suffering from mental and physical problems need long-term assistance."

Khandaker Golam Moazzem, a research director of another think tank, the Center for Policy Dialogue (CPD), said that many of the survivors who have been receiving treatment in different places must be reached and assisted.

However, ActionAid findings also shows unemployment rate has decreased in the last three years with an steady rise in the employment.

দৈনিক ইনকিলাব
Date17-04-2016 Page: 03 Col: 1-4 Size: 22 Col*Inc

কর্মস্থলে শ্রমিক নিরাপত্তায় প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ

অর্থনৈতিক রিপোর্টার : কলকারখানায় শ্রমিক নিরাপত্তায় সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। আগামীতে রানা প্লাজার মতো ঘটনা যেন আর না ঘটে, সেজন্যই প্রয়োজন সকল চিত্র সামনে এনে একটা বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

গতকাল শনিবার রাজধানীর ব্র্যাক-ইন সেন্টারে 'বহুপাক্ষিক সংলাপ : রানা প্লাজা ধসের তিন বছর ও পোশাক শিল্পের অগ্রগতি' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ মতামত দিয়েছে অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ।

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ্ কবিরের সঞ্চালনায় প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচক ছিলেন মানবাধিকারকর্মী ড. হামিদা হোসেন, কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের ইন্সপেক্টর জেনারেল সাইদ আহমেদ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষক খন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেন, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের (আইএলও) প্রকল্প ব্যবস্থাপক টপো পুটিয়ানেন, পোশাক খাতের উন্নয়েনে গঠিত মার্কিন ক্রেতাদের সংগঠন 'অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সেফটি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসবাহ রবিন। গবেষণা প্রতিবেদনটি তুলে ধরেন অ্যাকশনএইডের রাইট টু জাস্ট অ্যান্ড ডেমোক্রেটিক গর্ভনেন্সের (এএবি) ম্যানেজার নুজহাত জেবিন।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, রানা প্লাজা ধসের তৃতীয় বছরে এসে শ্রমিকদের অনেক উন্নতি হয়েছে। তবে আহত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা দ্রুত না পাওয়ায় সেভাবে কাজে আসেনি। রানা প্লাজার আহত ১৩০০ জন এবং নিহত ৫০০ জন শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে গবেষণা প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়। এর মধ্যে বেশিরভাগেরই বয়স ২১ থেকে ৩০ বছর।

গবেষণায় বলা হয়েছে, রানা প্লাজায় আহত শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। আহত শ্রমিকদের মধ্যে ২০১৪ সালে ৯ শতাংশ শ্রমিকের অবস্থা খারাপ ছিল আর ১ দশমিক ৫ শতাংশের অবস্থা ছিল গুরুতর। ২০১৫ সালে ১৪১৪ জন আহত শ্রমিকের মধ্যে থেকে প্রায় ৭০ শতাংশের অবস্থা ভালোর দিকে। আর ২২ দশমিক ৬ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছেন, তাদের শারীরিক অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। ২০১৬ সালে এসে ৭৮ দশমিক ৮ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছেন, তাদের শারীরিক অবস্থা ভালো। আর ১৪ দশমিক ৬ শতাংশ শ্রমিক বলেছেন, তাদের এখনো বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা রয়েছে।

গবেষণায় আরো বলা হয়, তিন বছরের জরিপ থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, আহত শ্রমিকদের কাজে ফেরার হার ক্রমবর্ধমান। একই সঙ্গে বেকারত্বের হার এই তিন বছরে ক্রমশ কমে যাচ্ছে। সর্বশেষ জরিপে দেখা গেছে, আহত শ্রমিকদের ৫২ শতাংশ কোনো চাকরি বা স্বকর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, ৪৮ শতাংশ এখনও বেকার। যারা এই মুহূর্তে কাজে যুক্ত না, তাদের বেশিরভাগই সাময়িকভাবে বেকার।

ফারাহ কবির বলেন, আমাদের আইন আছে। কিন্তু তার প্রয়োগ নেই, বাস্তবায়ন নেই। রানা প্লাজা ধস হওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু সংশিষ্ট সবার সম্পূর্ণ ফেইলরের (ব্যর্থতা) কারণেই ঘটেছে। যার যেখানে যে দায়িত্ব ছিল তিনি তা পরিপূর্ণভাবে পালন করেননি। তাই এমন ঘটনা ঘটেছে। তাই আমাদের সকল চিত্র সামনে এনে একটি সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে।

কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের ইন্সপেক্টর জেনারেল সাইদ আহমেদ বলেন, আমরা প্রতিটি কারখানা পরিদর্শনের চেষ্টা করছি। এই ৪ হাজার ৮০৮টি কারখানার মধ্যে এখন পর্যন্ত ৮০০টি কারখানার তথ্য আমাদের কাছে রয়েছে। তবে সব খুঁটিনাটি তথ্য এখনও আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে আমাদের চেষ্টা অব্যহত রয়েছে। কারখানায় শ্রমিক নিরাপত্তার ব্যপারে কোনো ছাড় দেওয়া হচ্ছে না বলেও জানান তিনি। এই মুহূর্তে ৪৮১টি কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে।

সিপিডি'র গবেষক খন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, রানা প্লাজার পর অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু আহত শ্রমিকদের সবার অবস্থা এক নয়। আহত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকির যে সহায়তা দেওয়া হয়েছে তা পূর্ণাঙ্গ নয়। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি সমাধানে দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা ও সরকারি সংস্থার মধ্যে নেওয়া প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে বলে মনে করেন এই গবেষক।

তিনি বলেন, শ্রমিক নিরাপত্তার ইস্যুতে সমন্বিত উদ্যেগ দরকার। আহত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবায় একটি বিশেষ 'স্বাস্থ্যকার্ড' প্রদান করা যেতে পারে, যেন ওই শ্রমিক সকল সরকারি হাসপাতালে কার্ড দেখিয়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারেন। এ কাজটি সরকারি দফতর থেকে উদ্যোগ নিলে ভালো হয়।

অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সেফটি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসবাহ রবিন বলেন, আমাদের মেয়াদ ২০১৮ সালের ১১ জুলাই পর্যন্ত। এরপর আর একদিনও আমরা থাকবো না। কিন্তু অন্য যেসব সংস্থা কাজ করছে, তাদের ওপর বিদেশি ক্রেতাদের কতোটুক আস্থা রয়েছে সেটি ভেবে দেখা দরকার। তা না হলে ২০১৮ সালের পর বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) সেক্টরে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

দৈনিক ইত্তেফাক
Date:17-04-2016 Page: 18, Col: 1-4 Size: 36 Col*Inc

দুর্ঘটনার শিকার অর্ধেক শ্রমিক এখনো বেকার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার শিকার ৪৮ শতাংশ শ্রমিক এখনো বেকার। শারীরিক ও মানসিক সমস্যার কারণে তারা এখনো কাজে ফিরতে পারছেন না। বেঁচে থাকা প্রায় ৫৯ ভাগ শ্রমিক দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতায় (ট্রমা) ভুগছেন। গতকাল শনিবার প্রকাশিত অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। 'রানা প্লাজা ধসের তিন বছর: পোশাক শিল্পের অগ্রগতি' শীর্ষক প্রতিবেদনে সেই দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া শ্রমিকদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং পোশাক খাতের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

জরিপ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বেঁচে থাকা শ্রমিকদের প্রায় ৭৯ শতাংশ নিজে ব্যবসা করতে চান। মাত্র ৫ ভাগ শ্রমিক পোশাক শিল্পে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ এখনো অধিকাংশ শ্রমিকের মধ্যে কারখানায় কাজ করার ভীতি আছে। দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের ২০ ভাগেরই পরিবারে ২ জন করে নির্ভরশীল সদস্য আছে। ২৩ ভাগের আছে ৪ জন করে নির্ভরশীল সদস্য। এখন ওই শ্রমিকরা যে আয় করেন তার ৬১ ভাগ চলে যায় খাবারে। আয়ের প্রায় ১৬ ভাগ যাচ্ছে ঘর ভাড়ায়। তারা আয়ের মাত্র ৮ শতাংশ টাকা খরচ করতে পারেন চিকিৎসার ক্ষেত্রে। তবে এ ক্ষেত্রে টাকাটা বেশি দরকার ছিল আবার কাজে ফিরতে।

প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে রানা প্লাজার আহত শ্রমিক নাজমা আক্তার বলেন, আমি ফ্যান্টম অ্যাপারেল ফ্যাক্টরিতে কাজ করতাম। এখনো আমার মাথায় সমস্যা। চিকিৎসা এখনো শেষ করতে পারিনি। রানা প্লাজায় অবস্থিত ইথার টেক্স কারখানার শ্রমিক রফিক খান বলেন, 'আমি এখনো ঠিকমতো হাঁটতে পারি না। বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা পেয়েছি। তবে এখনো সুস্থ হতে পারিনি। প্রথম প্রথম অনেকেই যোগাযোগ করতো। এখন কোনো মালিক, ব্রান্ড কারো সঙ্গে যোগাযোগ নাই। অ্যাকশনএইডের প্রতিবেদনে বলা হয়, ক্ষতিপূরণ দিতে মালিক, ক্রেতা, সরকার নানা সময় নানা উদ্যোগ নিয়েছে। ক্রেতারা যে টাকা দেয়ার কথা বলেছে, তারা বলছে সেটা দেয়া হয়ে গেছে। তবে শ্রমিকরা যে টাকা পেয়েছে, সেটা আসলে তাদের কাজে আসছে না। ক্ষতিপূরণে শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের চেয়ারপার্সন হামিদা হোসেন বলেন, শ্রমিকরা যা পেয়েছে বা পাচ্ছে তাকে আসলে ক্ষতিপূরণ বলা যাবে না। শ্রমিকরা যে শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় পড়েছেন তাতে তাদের দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা জরুরি। আর এর সঙ্গে দায়বদ্ধতা জড়িত। তিনি আরো বলেন, রানা প্লাজার দুর্ঘটনার নামে অর্থ সংগ্রহ করা হলো। কিন্তু এটি পরে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হয়ে গেলো। আমরা অবশ্যই এ ধরনের ঘটনায় মালিকদের দোষ দেবো। বিজিএমইএকে দায়বদ্ধ হতে হবে। কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বিজিএমইএর সদস্য করার আহ্বান জানান তিনি।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, 'শ্রমিকদের জন্য যে সহায়তা দেয়া হয়েছে সেটা পূর্ণাঙ্গ নয়। শ্রমিকদের যে আর্থিক সহযোগিতা ভেঙে ভেঙে দেয়া হয়েছে। এ টাকা তারা কাজে লাগাতে পারেনি। তিনি আরো বলেন, 'অনেক উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। তবে সমন্বিত কোনো উদ্যোগ নেই। নানাভাবে অ্যাকশনএইড, ব্র্যাক বা সরকার কাজ করছে। তবে সমন্বিত উদ্যোগ দরকার। আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, কোন প্রক্রিয়ায় এবং কোন মানদণ্ডে এ ক্ষতিপূরণ দেয়া হলো এটা এখনও শ্রমিকদের কাছে পরিষ্কার নয়। রানা প্লাজা ধসের পর শ্রম আইন সংশোধন একটি বড় ঘটনা। কিন্তু এখনও বেশ কিছু বিষয়ে পরিবর্তন দরকার, বিশেষ করে শ্রমিক কর্তৃক অসৎ আচরণের সংজ্ঞা, ফ্যাক্টরি বন্ধ ঘোষণা ইত্যাদি।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডিআইএফই) মহা-পরিদর্শক সৈয়দ আহমেদ বলেন, নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বর্তমানে ৪৬৪ হয়েছে যা বিগত বছরগুলোর তুলনায় বেশ ইতিবাচক। একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। যেখানে ৪ হাজার ৮০৮টি ফ্যাক্টরির তথ্য দেয়া হয়েছে। আমরা কারখানা পরিদর্শন করছি। তবে শুধু পরিদর্শনই সমধান নয়। মালিকদের এগিয়ে আসতে হবে শ্রমিকদের নিরাপত্তায়।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কর্মসূচি ব্যবস্থাপক টিউমো পটিআইনেন বলেন, 'শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও গার্মেন্টস সেক্টরের উন্নতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নিতে হবে। দেখা গেল সরকার, মালিক, ক্রেতারা নানা দিক দিয়ে উদ্যোগ নিচ্ছেন যার আইনি বা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ভিত্তি নেই। ভবিষ্যতে যাতে রানা প্লাজার মতো ঘটনা না ঘটে সেজন্য যৌথ উদ্যোগ নিতে হবে। শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়ন করতে দিতে হবে। গত তিন বছরে তৈরি পোশাক শিল্পে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সে ধরনের উদ্যোগ অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নেয়া প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কারখানা পরিদর্শন জোট অ্যালায়েন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসবাহ রবিন বলেন, বাংলাদেশের পোশাক খাতে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ। এখনো সাব-কন্ট্রাকটিংয়ের জন্য কোনো নীতি বা ব্যবস্থাপনা নেই। ইউরোপের ক্রেতা জোট অ্যাকর্ড ও আমরা ১১ জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কাজ করব। তারপর কী হবে? কারণ কারখানার নিরাপত্তা ও উন্নয়ন একটি কারিগরি বিষয়। বাংলাদেশের বিল্ডিং কোড মেনে কারখানাগুলো তৈরি করা হয়নি। আমরা বলেছি, সাত দিনের মধ্যে কারখানাগুলোর জরুরি বহির্গমন পথে তালা দেয়া কলাপসিবল গেট খুলে দিতে হবে।

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ও অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ফারাহ্ কবির বলেন, 'রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর ক্ষতিপূরণ, নিরাপত্তা, কর্মপরিবেশ নিয়ে বিভিন্নভাবে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে গবেষণার ফলাফল আমাদের আশাবাদী করছে না। আমাদের কাজ ও উদ্যোগগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে না পারলে অবস্থার পরিবর্তন হবে না। তিন বছর পার হয়ে গেল। এখন পর্যন্ত শ্রমিকদের যা দেয়া হয়েছে সেটা আর্থিক সহযোগিতা। ক্ষতিপূরণ বললেই শ্রমিকের মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক বিষয়গুলোকে নিয়ে কাজ করতে হবে।

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা

যায়যায়দিন
Date:17-04-2016 Page 03, Col 2-4 Size: 30 col*inc

শনিবার রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইন-এ অ্যাকশন এইড আয়োজিত 'বহু পাক্ষিক সংলাপ: রানা প্লাজা ধসের তিন বছর ও পোশাক শিল্পের অগ্রগতি' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে অতিথিরা -যায়াদি

কলকারখানায় শ্রমিক নিরাপত্তায় সমন্বিত উদ্যোগ চান বিশেষজ্ঞরা

যায়াদি রিপোর্ট

কলকারখানায় শ্রমিক নিরাপত্তায় সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। আগামীতে রানা প্লাজার মতো ঘটনা যেন আর না ঘটে, সে জন্যই প্রয়োজন সকল চিত্র সামনে এনে একটা বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা করা। 'বহুপাক্ষিক সংলাপ: রানা প্লাজা ধসের তিন বছর ও পোশাকশিল্পের অগ্রগতি' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ মতামত দিয়েছে অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ। শনিবার রাজধানীর ব্র্যাক-ইন সেন্টারে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ্ কবিরের সঞ্চালনায় প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচক ছিলেন মানবাধিকারকর্মী ড. হামিদা হোসেন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ইন্সপেক্টর জেনারেল সাইদ আহমেদ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষক খন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেন, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশনের (আইএলও) প্রকল্প ব্যবস্থাপক টপো পুটিয়ানেন, পোশাক খাতের উন্নয়নে গঠিত মার্কিন ক্রেতাদের সংগঠন 'অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সেফটি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসবাহ রবিন।

এ ছাড়া রানা প্লাজার ভুক্তভোগী শ্রমিক রফিক খান ও নাজমা আক্তার আলোচনায় অংশ নেন। গবেষণা প্রতিবেদনটি তুলে ধরেন অ্যাকশন এইডের রাইট টু জাস্ট অ্যান্ড ডেমোক্রেটিক গভর্নেন্সের (এএবি) ম্যানেজার নুজহাত জেবিন।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, রানা প্লাজা ধসের তৃতীয় বছরে এসে শ্রমিকদের অনেক উন্নতি হয়েছে। তবে ?আহত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা দ্রুত না পাওয়ায় সেভাবে কাজে আসেনি।

রানা প্লাজার আহত ১৩০০ জন এবং নিহত ৫০০ জন শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে গবেষণা প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়। এর মধ্যে বেশির ভাগেরই বয়স ২১ থেকে ৩০ বছর।

গবেষণায় বলা হয়েছে, রানা প্লাজায় আহত শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। আহত শ্রমিকদের মধ্যে ২০১৪ সালে ৯ শতাংশ শ্রমিকের অবস্থা খারাপ ছিল আর ১ দশমিক ৫ শতাংশের অবস্থা ছিল গুরুতর। ২০১৫ সালে ১৪১৪ জন আহত শ্রমিকের মধ্য থেকে প্রায় ৭০ শতাংশের অবস্থা ভালোর দিকে। আর ২২ দশমিক ৬ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছেন, তাদের শারীরিক অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। ২০১৬ সালে এসে ৭৮ দশমিক ৮ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছেন, তাদের শারীরিক অবস্থা ভালো। আর ১৪ দশমিক ৬ শতাংশ শ্রমিক বলেছেন, তাদের এখনো বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা রয়েছে।

গবেষণায় আরো বলা হয়, তিন বছরের জরিপ থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, আহত শ্রমিকদের কাজে ফেরার হার ক্রমবর্ধমান। একই সঙ্গে বেকারত্বের হার এই তিন বছরে ক্রমশ কমে যাচ্ছে। সর্বশেষ জরিপে দেখা গেছে, আহত শ্রমিকদের ৫২ শতাংশ কোনো চাকরি বা স্বকর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, ৪৮ শতাংশ এখনো বেকার। যারা এই মুহূর্তে কাজে যুক্ত না, তাদের বেশির ভাগই সাময়িকভাবে বেকার।

ফারাহ কবির বলেন, আমাদের আইন আছে। কিন্তু তার প্রয়োগ নেই, বাস্তবায়ন নেই। রানা প্লাজা ধস হওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু সংশ্লিষ্ট সবার সম্পূর্ণ ফেইলরের (ব্যর্থতা) কারণেই ঘটেছে। যার যেখানে যে দায়িত্ব ছিল তিনি তা পরিপূর্ণভাবে পালন করেননি। তাই এমন ঘটনা ঘটেছে। তাই আমাদের সকল চিত্র সামনে এনে একটি সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ইন্সপেক্টর জেনারেল সাইদ আহমেদ বলেন, 'আমরা প্রতিটি কারখানা পরিদর্শনের চেষ্টা করছি। এই ৪ হাজার ৮০৮টি কারখানার মধ্যে এখন পর্যন্ত ৮০০টি কারখানার তথ্য আমাদের কাছে রয়েছে। তবে সব খুঁটিনাটি তথ্য এখনো আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি।

NEW AGE
Date:17-04-2016 Page:13, Col:2-6 Size:41 Col*Inc

Half of Rana Plaza survivors jobless, 58pc still traumatised

Staff Correspondent

ALMOST half of the Rana Plaza survivors are still unemployed now, while 58.4 per cent of them are still traumatised three years into the world's deadliest garment-factory accident, according to the report of an ActionAid Bangladesh survey.

ActionAid released the survey report on Saturday at a dialogue on 'Rana Plaza Driving RMG Sector: Critical Reflections of Survivors.' The survey found 14.6 per cent of the 1,300 surveyed survivors said their physical health has deteriorated and named headache, difficulty in movement, pain in hands and legs, and back pain as some of the major problems.

The report showed that the rate of unemployment among the Rana Plaza survivors has decreased in the last three years. The rate of unemployment among them has declined from 55 per cent in 2015 to 48.2 per cent this year.

A large majority of the currently employed survivors are self-employed.

Only 21.4 per cent of them found jobs at the readymade garment factories, while 23.2 per cent were running small business, and 16.8 per cent were working as tailors, the study revealed.

According to the survey, 58.4 per cent of the respondents are still suffering from long-term psychosocial difficulties.

Under the 'Three Years Post Rana Plaza: Changes in the RMG Sector' survey, ActionAid also interviewed 500 kin of the workers killed in the disaster and found that 68.2 per cent of the families have a single earning member and 22.6 per cent have two earnings members.

Food is the major area of family expenditures of the respondents, as they spend 61.1 per cent of their income for food, 15.5 per cent for house rent, and 12.4 per cent for children's education.

Survivors and kin of the deceased received financial support in phases making them unable to make any considerable savings from that.

In terms of utilisation of the monetary support, 33 per cent of the received money was spent to pay back outstanding loans, 49 per cent for food and treatment, while only 16 per cent to savings and investment, the survey found.

In the survey report, ActionAid recommended incorporating a compensation mechanism that clarifies the calculation criteria and reflects the prevailing socio-economic reality within the national legal framework.

It also suggested strengthening the government departments to continue with factory inspections and to ensure the 'true spirit' of freedom of association.

Nazneen Akter Nazma, a Rana Plaza survivor, in the dialogue questioned the compensation assessment process.

Nazma received Tk 95,000 in three phases as compensation. She is still suffering from headache and deserves more amount as compensation.

Another survivor, Rafiqul Islam said he is passing through a severe hardship.

'I am tired of continuously spending money for treatment though out the last one year,' he said.

Human rights activist Hameeda Hossain, Department of Inspection For Factories and Establishments inspector general Syed Ahmed,

Continued on B2 Col. 7

Nazneen Akter Nazma, a Rana Plaza survivor, speaks at a dialogue on 'Rana Plaza driving RMG sector: critical reflections of survivors' organised by ActionAid Bangladesh to release a survey report in Dhaka on Saturday. ActionAid Bangladesh country director Farah Kabir moderated the programme. --- New Age photo

Half of Rana Plaza

Continued from B1

International Labour Organisation program manager Tumo Puirtaine, and Alliance for Bangladesh Worker Safety managing director M Rabin, among others, attended the session.

ActionAid Bangladesh country director Farah Kabir moderated the dialogue.

Hameeda Hossain said politicized trade union or trade unions sponsored by factory owners would not bring any positive result for the RMG workers.

'Regarding financial assistance for the Rana Plaza victims, we will have to raise voice to know the actual amount that was deposited in the prime minister's fund for Rana Plaza building collapse,' she said.

Alliance managing director Rabin identified five challenges for making the factories safer in Bangladesh. They are: lack of subcontracting policy, complacency over remediation progress, no progress in relocation of factories, lack of duty-free import of fire equipment support enjoyed by other industries except RMG, and a lack of technical knowhow to oversee factory compliance after 2018, when the agreements of buyers groups would come to close.

যুগান্তর
Date:17-04-2016 Page 02, Col 1-3 Size: 15 Col*Inc

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের প্রতিবেদন

রানা প্লাজার অর্ধেক শ্রমিক এখনও বেকার

যুগান্তর রিপোর্ট

সাভারের রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের প্রায় অর্ধেক এখনও বেকার রয়েছেন বলে জানিয়েছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ। শনিবার রাজধানীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে 'রানা প্লাজা ধসের তিন বছর ও পোশাক শিল্পের অগ্রগতি'-বিষয়ক প্রতিবেদনে সংস্থাটি এ তথ্য জানায়।

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল বাংলাদেশের শিল্প ইতিহাসে সর্ববৃহৎ এ দুর্ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় মারা যান এক হাজার ১৩৫ জন। আর ধ্বংসস্তূপ থেকে ফিরে আসেন দুই হাজার ৪৩৮ জন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, রানা প্লাজার শ্রমিকদের অধিকাংশই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আহত শ্রমিকদের ৫২ ভাগ কোনো না কোনো কর্মসংস্থানে যুক্ত হয়েছেন। তবে ৪৮ ভাগ শ্রমিক এখনও বেকার। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৫৫ ভাগ। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, আহত শ্রমিকদের শারীরিক অবস্থা কিছুটা ভালো হলেও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে জটিলতা রয়েছে। ৫৮ দশমিক ৪ ভাগ আহত শ্রমিক এখনও দীর্ঘমেয়াদি মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। আহতদের শতকরা ৩০ জন কোনোমতে সংসার চালাচ্ছেন। মৃত শ্রমিকদের মধ্যে ৩ দশমিক ৮ ভাগ পরিবারের মাসিক কোনো আয় নেই। আহত শ্রমিকরা যে আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন তার ৩৩ ভাগই ধার-দেনা শোধ করতে খরচ হয়েছে। আর ৪৯ ভাগ খাবার, ওষুধ ও সংসারের দৈনন্দিন খরচ মেটাতে ব্যয় হয়েছে। এ ছাড়া আহত ও নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার ক্ষেত্রে 'রানা প্লাজা কো-অর্ডিনেশন কমিটি' ও 'রানা প্লাজা অ্যারেঞ্জমেন্ট' নামে দুটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়। কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় এবং কোন মানদণ্ডে এ ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে তা এখনও শ্রমিকদের কাছে পরিষ্কার নয়। যদিও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার প্রথম দায়িত্ব সরকারের; তবুও শিল্প মালিক, বায়ার বা ব্র্যান্ডগুলো এ দায় কিছুতেই এড়াতে পারে না।

অনুষ্ঠানে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের চেয়ারপারসন ড. হামিদা হোসেন বলেন, 'শ্রমিকরা যা পেয়েছে বা পাচ্ছে তাকে ক্ষতিপূরণ বলা যাবে না। আইনে এক লাখ ২০ হাজার টাকার কথা বলা আছে। এখানে আইনি কিছু জটিলতা আছে। তবে শ্রমিকরা যে শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় পড়েছেন, তাতে তাদের দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা জরুরি।'

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের উত্থাপিত সুপারিশগুলো হল : একটি জাতীয় ক্ষতিপূরণ কাঠামো তৈরি, নিয়মিত কারখানা পরিদর্শন, কারখানায় স্বাধীনভাবে সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিতকরণ, শ্রম আইনের দুর্বল দিক সংশোধন এবং বৈশ্বিক জবাবদিহিতামূলক সরবরাহ ব্যবস্থা কাঠামো গড়ে তোলা। অনুষ্ঠানে অ্যাকশনএইডের বাংলাদেশ ম্যানেজার নুজহাত জাবিন প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন। সংস্থার কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, কারখানা পরিদর্শন ও প্রতিস্থাপন অধিদফতরের মহাপরিদর্শক সাঈদ আহমেদ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কর্মসূচি ব্যবস্থাপক টিউমো পটিআইনেন প্রমুখ।

কালের কণ্ঠ
Date:17-04-2016 Page: 01, Col: 1 Size: 21 Col*Inc

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি

অ্যাকশনএইডের প্রতিবেদন

আহতদের ৫৯ শতাংশ মানসিক সমস্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রানা প্লাজা ধসের পর আহত শ্রমিকদের সহায়তার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, সেই উদ্যোগ যথেষ্ট ছিল না বলে মনে করেন এ খাতের বিশেষজ্ঞরা। বিশেষজ্ঞদের মতে, এখনো আহতদের প্রধান সমস্যা স্বাস্থ্যঝুঁকি। আহত শ্রমিকরা এখনো অনেক বড় রকমের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে রয়েছে। এ ছাড়া শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের যে হিসাব করা হয়েছিল, আজকের বাস্তবতায় সেই অর্থসহায়তাও পর্যাপ্ত নয় বলে তাঁরা মনে করেন। ফলে সব বিবেচনায় নিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং তহবিল গঠনের পরামর্শ দেন সংশ্লিষ্টরা।

গতকাল শনিবার ঢাকার ব্র্যাক সেন্টার ইনে 'রানা প্লাজা ধসের তিন বছর : পোশাকশিল্পের অগ্রগতি' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে অ্যাকশনএইড। এ অনুষ্ঠানে রানা প্লাজার ধ্বংসস্তূপ থেকে বেঁচে আসা শ্রমিকদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং পোশাক খাতের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বক্তারা এসব কথা বলেন।

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের এ দেশীয় পরিচালক ফারাহ্ কবিরের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মানবাধিকারকর্মী হামিদা হোসেন, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

আহতদের ৫৯ শতাংশ

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

মোয়াজ্জেম, কারখানা পরিদর্শন ও প্রতিষ্ঠাপন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সৈয়দ আহমেদ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলওর কর্মসূচি ব্যবস্থাপক টিউমো পটিআইনেন, উত্তর আমেরিকার ক্রেতা জোট অ্যালায়েন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেজবা রবিন, গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক নুজহাত জেবিন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা জানান, ওই শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উদ্যোগ নিচ্ছে। এখন এসব উদ্যোগ সমন্বিতভাবে একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে। কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে শ্রমিকদের অধিকার এবং সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা থাকা দরকার; যাতে ভবিষ্যতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে একটি হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুত থাকে।

শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত সমস্য সমাধানে পরামর্শ দিয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, আহত শ্রমিকদের জন্য হেলথ কার্ডের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা স্থানীয় পর্যায়ে বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা পেতে পারে। এ ছাড়া যেসব ক্লিনিকে বা হাসপাতালে শ্রমিকরা চিকিৎসাধীন রয়েছে, ওই সব জায়গায় তারা যেন এই সুবিধা পায়।

শ্রমিকদের জন্য যে সহায়তা দেওয়া হয়েছে, সেটা পূর্ণাঙ্গ নয় উল্লেখ করে মোয়াজ্জেম বলেন, তাদের কর্মসংস্থান, পুনর্বাসনের জন্য যা করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। শ্রমিকরা এখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় শারীরিক ও মানসিক সমস্যা নিয়ে আছে। এ ছাড়া ক্ষতিপূরণের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে সহায়তা দেওয়া হয়েছে, সেটা ভেঙে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ফলে ওই টাকা তারা বিনিয়োগ করতে পারেনি। ওই সহায়তার ৪৪ শতাংশ তারা নিজেদের খাওয়া খরচ ও দৈনন্দিন চাহিদা মেটানো এবং ঋণ পরিশোধে খরচ করে ফেলেছে। ফলে বড় একটি অংশ নষ্ট করে ফেলেছে।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, আহতদের সবার পরিস্থিতি একরকম নয়। অনেকে এখনো স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে রয়েছে। বেঁচে থাকা শ্রমিকদের প্রায় ৭৯ শতাংশ নিজে ব্যবসা করতে চায়। মাত্র ৫ শতাংশ শ্রমিক পোশাকশিল্পে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছে। অর্থাৎ এখনো অধিকাংশ শ্রমিকের মধ্যে কারখানায় কাজ করার ভীতি আছে।

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার শিকার ৪৮ শতাংশ শ্রমিক এখনো বেকার। শারীরিক ও মানসিক সমস্যার কারণে তারা এখনো কাজে ফিরতে পারছে না। বেঁচে থাকা প্রায় ৫৯ শতাংশ শ্রমিক দীর্ঘমেয়াদি মানসিক সমস্যায় ভুগছে।

প্রতিবেদনেরর এই জরিপে মোট এক হাজার ৩০০ জন অংশগ্রহণ করে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের বেশির ভাগেরই বয়স ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে। আর মৃত শ্রমিকের পরিবারের ক্ষেত্রে ৫০০ পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

প্রতিবেদনের ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে কথা বলেন দুজন শ্রমিক। তাঁদের একজন নাজমা আক্তার। তিনি বলেন, 'আমি ফ্যান্টম ফ্যাক্টরিতে কাজ করতাম। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর শব্দ হলো। সব ভেঙে পড়ল। শরীরে প্রচণ্ড আঘাত পাই। তারপর আপনারা জানেন। এখন গার্মেন্টসে ফিরে যেতে চাই না। সেই ঘটনা আমি আর ভুলতে পারি না। ঘটনার পর আমি তিন ধাপে টাকা পেয়েছি। প্রথমে ৫০ হাজার, পরে ৩৫ হাজার এবং শেষে ৬০ হাজার। তবে এই টাকা কাজে লাগাতে পারিনি। এখনো আমার মাথায় সমস্যা। চিকিৎসা এখনো শেষ করতে পারিনি।'

রানা প্লাজায় থাকা ইথার টেক্সট-এ কাজ করা রফিক খান বলেন, 'আমি এখনো ঠিকমতো হাঁটতে পারি না। বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা পেয়েছি। তবে এখনো ভালো হতে পারিনি। আবার চিকিৎসা নিতে হচ্ছে নিজের টাকায়। সাভারে কিছু প্রশিক্ষণ পেয়েছি। সেটা দিয়ে একটা দোকান দিয়েছি। এখন আর গার্মেন্টসে কাজ করতে চাই না। কারণ সেখানে কাজ করার ইচ্ছা আমার নেই। প্রথম প্রথম অনেকেই যোগাযোগ করত। এখন আর কেউ যোগাযোগ করে না।'

মানবাধিকারকর্মী হামিদা হোসেন বলেন, 'শ্রমিকরা যা পেয়েছে বা পাচ্ছে তাকে আসলে ক্ষতিপূরণ বলা যাবে না। শ্রমিকরা যে শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় পড়েছে তাতে তাদের দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা জরুরি।'

নয়া দিগন্ত
Date:17-04-2016 Page: 02 Col: 5-7 Size22.5 Col*Inc

রানা প্লাজা ধসের তিন বছর : অ্যাকশন এইডের প্রতিবেদন

জীবিত শ্রমিকদের ৫৯ ভাগই মানসিক রোগী হয়ে গেছেন

● অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

সাভারে ভয়াবহতম রানা প্লাজা ধসের তিন বছর পূর্তিতে অ্যাকশন এইড পরিচালিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বকাঁপানো সে দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া শ্রমিকদের ৫৯ ভাগই দীর্ঘমেয়াদি মানসিক রোগী হয়ে গেছেন। দুর্ঘটনার শিকার ৪৮ শতাংশ শ্রমিক এখনো বেকার। শারীরিক ও মানসিক সমস্যার কারণে তারা এখনো কাজে ফিরতে পারছেন না। গতকাল শনিবার রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইন-এ 'রানা প্লাজা ধসের তিন বছর : পোশাক শিল্পের অগ্রগতি' শীর্ষক এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে অ্যাকশন এইড।

অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের এ দেশীয় পরিচালক ফারাহ্ কবিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের চেয়ারপারসন হামিদা হোসেন, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, কারখানা পরিদর্শন ও প্রতিস্থাপন অধিদফতরের মহাপরিদর্শক সৈয়দ আহমেদ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কর্মসূচি ব্যবস্থাপক টিউমো পটিআইনেন, উত্তর আমেরিকার ক্রেতা জোট অ্যালায়েন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেজবাহ রবিন প্রমুখ। গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক নুজহাত জেবিন।

এখনো অধিকাংশ শ্রমিকের মধ্যে কারখানায় কাজ করার ভীতি আছে জানিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, মাত্র পাঁচ ভাগ শ্রমিক পোশাক শিল্পে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহতদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে তবে আহতদের সবার পরিস্থিতি এক রকম নয়। অনেকে এখনো স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে রয়েছেন। বেঁচে থাকা শ্রমিকদের প্রায় ৭৯ শতাংশ নিজে ব্যবসায় করতে চান বলেও এতে উল্লেখ করা হয়। এ জরিপে এক হাজার ৩০০ জন অংশগ্রহণ করেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের বেশির ভাগেরই বয়স ২১ থেকে ৩০ এর মধ্যে। আর মৃত শ্রমিকের পরিবারের ক্ষেত্রে ৫০০ পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

রানা প্লাজা ধসের পর আহত শ্রমিকদের সহায়তার জন্য নেয়া উদ্যোগ যথেষ্ট ছিল না দাবি করে বক্তারা বলেন, এখনো তাদের প্রধান সমস্যা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি। আহত শ্রমিকেরা এখনো অনেক বড় রকমের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে রয়েছেন। এ ছাড়া শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির জন্য ক্ষতিপূরণের যে হিসাব করা হয়েছিল আজকের অবস্থায় সেই অর্থসহায়তাও পূর্ণাঙ্গ নয় বলে তারা মনে করেন। আর এ স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কথা বিবেচনায় নিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং তহবিল গঠনের পরামর্শ দেন সংশ্লিষ্টরা। যাতে আহতরা নিয়মিত সহায়তা পান।

শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সমস্য সমাধানের পরামর্শ দিয়ে সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, আহত শ্রমিকদের জন্য হেলথ কার্ডের ব্যবস্থা করা উচিত যাতে তারা স্থানীয় পর্যায়ে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা পেতে পারেন। তিনি বলেন, তাদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের জন্য যা করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। শ্রমিকেরা এখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় শারীরিক ও মানসিক সমস্যা নিয়ে আছেন। ক্ষতিপূরণের যে সহায়তা দেয় হয়েছে তা ভেঙে ভেঙে দেয়া হয়েছে। ফলে ওই টাকা তারা কোথাও বিনিয়োগ করতে পারেননি।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রে চেয়ারপারসন হামিদা হোসেন বলেন, শ্রমিকেরা যা পেয়েছেন বা পাচ্ছেন তাকে আসলে ক্ষতিপূরণ বলা যাবে না। এখন আইনে এক লাখ ২০ হাজার টাকার কথা বলা হয়েছে। আইনে কিছু জটিলতাও আছে। শ্রমিকেরা যে শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় পড়েছেন তাতে তাদের দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা জরুরি।

ফারাহ্ কবির বলেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর ক্ষতিপূরণ, নিরাপত্তা, কর্মপরিবেশ নিয়ে বিভিন্নভাবে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে গবেষণার ফল আমাদের আশাবাদী করছে না। আমাদের কাজ ও উদ্যোগগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে না পারলে অবস্থার পরিবর্তন হবে না। তিন বছর পার হয়ে গেল। এখন পর্যন্ত শ্রমিকদের যা দেয়া হয়েছে তা আর্থিক সহযোগিতা। ক্ষতিপূরণ বললেই শ্রমিকের মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক বিষয়গুলোকে নিয়ে কাজ করতে হবে।

সৈয়দ আহমেদ বলেন, রানা প্লাজার দুর্ঘটনার পর সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। একটি ডিপার্টমেন্ট তৈরি করা হয়েছে। যার সবচেয়ে বড় অর্জন কারখানার বড় একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। যেখানে ৪৮০৮টি ফ্যাক্টরির তথ্য দেয়া হয়েছে। আমরা কারখানা পরিদর্শন করছি। তবে শুধু পরিদর্শনই সমাধান নয়। শ্রমিকদের নিরাপত্তায় মালিকদের এগিয়ে আসতে হবে। সব পক্ষকে নিয়ে কাজ করতে হবে। শুধু মামলা বা পরিদর্শন দিয়ে পরিস্থিতির উন্নতি হবে না।

টিউমো পটিআইনেন বলেন, শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও গার্মেন্ট সেক্টরের উন্নতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নিতে হবে। দেখা গেল সরকার, মালিক, ক্রেতারা নানা দিক দিয়ে উদ্যোগ নিচ্ছেন যার আইনি বা প্রতিষ্ঠানিক কোনো ভিত্তি নেই। ভবিষ্যতে যাতে রানা প্লাজার মতো ঘটনা না ঘটে সে জন্য যৌথ উদ্যোগ নিতে হবে। শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়ন করতে দিতে হবে।

মেজবাহ রবিন বলেন, বাংলাদেশের পোশাক খাতে অনেক চ্যালেঞ্জ। এখনো সাব কন্ট্রাক্টিংয়ের জন্য কোনো নীতিমালা নেই। তাই শ্রমিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। আমরা কারখানা পরিদর্শন করেছি। তবে ফ্যাক্টরির কর্মপরিবেশ উন্নতি করার দায়িত্ব মালিকের। সেটা সে না করলে কারখানার পরিবেশ কোনোভাবেই উন্নত হবে না।

The New Nation
Date:17-04-2016 Page:12, Col: 6-7 Size: 16 Col*Inc

58 pc Rana Plaza survivors traumatised

Staff Reporter

Some 58 percent survivors of deadly Rana Plaza collapse incident are still traumatised and 48 percent of them remain unemployed even after three years of the tragedy, says a survey report of Actionaid. The findings of the survey titled 'Three Years Post Rana Plaza: Challenges in RMG Sector' was revealed at the city's Brac Centre Inn on Saturday.

The survey was conducted on 1,300 survivors, mostly aged between 21 and 30, and relatives of 500 readymade garment workers who died in the tragic incident.

Presenting the report, Manager of ActionAid Bangladesh Nuzhat Jabin said 58.4 percent of the Rana Plaza tragedy survivors are still traumatised while psychological condition of 37.3 percent others are not fully stable.

She said, the unemployment rate among the survivors has gradually decreased in the last three years. The unemployment rate was 92.5 percent in 2013, 73.7 percent in 2014, 55 percent in 2015 and 48.2 Contd on page-11- Col-4

Rana Plaza

Cont from page 12

percent in 2016, she noted. The survey shows that some 79 percent of the survivors now want to run own business for their livelihood, while five percent want to switch their job to other sectors from the garment sector and only five percent of them still have interest in working in the garment industry.

As per the report, the average monthly income of 76 percent survivors was less than Tk 5,300 in 2015.

Chairman of Ain O Salish Kendra Hameeda Hossain said the amount of money the victims are getting as compensation is not enough. The survivors should be given support for a long for their recovery from physical and psychological problems.

Additional Research Director of Centre for Policy Dialogue (CPD) Dr Khandaker Golam Moazzem said as the compensation is being given in phases, the victims can not utilise the money properly.

Country Director of ActionAid Bangladesh Farah Kabir said, "Though three years have elapsed, the workers are getting nothing other than financial assistance. As part of compensation, we have to work in rehabilitating them mentally, socially and financially," she said.

The News Today
Date:17-04-2016 Page: 16, Col: 5-7 Size: 17.5 Col*Inc

58 per cent Rana Plaza survivors traumatised

48 pc unemployed: Survey

Some 58 percent survivors of deadly Rana Plaza collapse incident are still traumatised and 48 percent of them remain unemployed even after three years of the tragedy, says a survey report of Actionaid, reports UNB.

The findings of the survey titled 'Three Years Post Rana Plaza: Challenges in RMG Sector' was revealed at the city's Brac Centre Inn on Saturday.

The survey was conducted on 1,300 survivors, mostly aged between 21 and 30, and relatives of 500 readymade garment workers who died in the tragic incident.

Presenting the report, Manager of ActionAid Bangladesh Nuzhat Jabin said 58.4 percent of the Rana Plaza tragedy survivors are still traumatised while psychological condition of 37.3 percent others are not fully stable.

She said the unemployment rate among the survivors has gradually decreased in the last three years. The unemployment rate was 92.5 percent in 2013, 73.7 percent in 2014, 55 percent in 2015 and 48.2 percent in 2016, she noted.

The survey shows that some 79 percent of the survivors now want to run own business for their livelihood, while five percent want to switch their job to other sectors from the garment sector and only five percent of them still have interest in working in the garment industry.

As per the report, the average monthly income of 76 percent survivors was less than Tk 5,300 in 2015.

Chairman of Ain O Salish Kendra Hameeda Hossain said the amount of money the victims are getting as compensation is not enough. The survivors should be given support for a long for their recovery from physical and psychological problems.

Additional Research Director of Centre for Policy

▶ Page 15 Col. 8

Rana Plaza

From Page-16 Col. 7

Dialogue (CPB) Dr Khandaker Golam Moazzem said as the compensation is being given in phases, the victims can not utilise the money properly.

Country Director of ActionAid Bangladesh Farah Kabir said, "Though three years have elapsed, the workers are getting nothing other than financial assistance. As part of compensation, we have to work in rehabilitating them mentally, socially and financially," she said.

প্রথম আলো

Date:17-04-2016 Page: 13, Col:2-4 Size: 32 Col*Inc

রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে গতকাল অ্যাকশনএইড আয়োজিত সংলাপে বক্তব্য দেন সংস্থাটির এ দেশীয় পরিচালক ফারাহ কবির ● প্রথম আলো

উদ্যোগগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় আনতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রানা প্লাজা ধসের পর আহত শ্রমিকেরা অর্থসহায়তা পেয়েছেন। তবে সহায়তার অধিকাংশ তাঁদের দৈনন্দিন খরচ ও ঋণ দিতেই ব্যয় হয়েছে। ফলে সেটি বিনিয়োগ পর্যায়ে যায়নি। তা ছাড়া আহত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত মূল্যায়ন করে যে অর্থ দেওয়া হয়েছে, সেটিও পর্যাপ্ত নয়।

বেসরকারি সংস্থা অ্যাকশনএইড আয়োজিত 'বহুপাক্ষিক সংলাপ : রানা প্লাজা ধসের তিন বছর ও পোশাকশিল্পের অগ্রগতি' শীর্ষক আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। তাঁরা বলেন, আর্থসামাজিক চাহিদা বিবেচনা করে জাতীয় ক্ষতিপূরণকাঠামো করা দরকার। কারণ, শ্রম আইন অনুযায়ী বর্তমানে ক্ষতিপূরণের হার খুবই কম। পাশাপাশি আহতের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসায় সরকারকে নীতিমালা করতে হবে। এ ছাড়া স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন ও অনুশীলন, কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নসহ বিভিন্ন উদ্যোগকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা দরকার। না হলে ভবিষ্যতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে আবারও পেছন থেকে শুরু করতে হবে বলেও সাবধান করে দেন আলোচকেরা।

রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক সেন্টার ইনে গতকাল শনিবার সংলাপটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার এদেশীয় পরিচালক ফারাহ কবির। উপস্থিত ছিলেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সৈয়দ আহম্মদ।

আহত শ্রমিক ও নিহতের পরিবারের সদস্যদের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে মানবাধিকারকর্মী হামিদা হোসেন বলেন, 'ইউরোপীয় কিছু ট্রেড ইউনিয়নের চাপে পড়ে ব্র্যান্ডগুলো কিছু অর্থসহায়তা দিয়েছে। এটি ক্ষতিপূরণ না।' তিনি বলেন, ক্ষতিপূরণের বিষয়ে কারখানার মালিক ও বিজিএমইএকে আরও বেশি দায়বদ্ধতায় আনতে হবে।

ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য হাইকোর্টের দুই বিচারপতি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করেন। সে অনুযায়ী সরকার উচ্চপর্যায়ে কমিটি গঠন করে। কমিটি ক্ষতিপূরণের একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক নির্ধারণ করে হাইকোর্টে জমা দেয়। এসব তথ্য দিয়ে হামিদা হোসেন বলেন, 'ক্ষতিপূরণের বিষয়টি হাইকোর্টে এখনো ঝুলে আছে। সিদ্ধান্ত আসেনি।'

রানা প্লাজা ধসের পর ভুক্তভোগীদের সহায়তায় নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় নেই বলে অভিযোগ করেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তিনি বলেন, একটি তথ্যভান্ডার করা দরকার। কারা সুবিধা পাচ্ছে, কারা সুবিধার বাইরে রয়ে গেছে, এ জন্য মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিতে পারে।

রানা প্লাজায় ধস

অ্যাকশনএইডের সংলাপে বক্তারা

ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড ও উত্তর আমেরিকার ক্রেতাদের জোট অ্যালায়েন্স বাংলাদেশের পোশাক কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নের কাজটি ২০১৮ সালে শেষ করবে। সেটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, উদ্যোগ দুটোকে এগিয়ে নিতে না পারলে আবার বড় দুর্ঘটনা ঘটলে নতুন করে সবকিছু শুরু করতে হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বাংলাদেশের আরএমজি প্রোগ্রাম ম্যানেজার টিউমো পটিআইনেন বলেন, সরকার সংশোধন সমন্বয় কেন্দ্র (আরসিসি) করতে যাচ্ছে। অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের কারখানার সংশোধন কার্যক্রমকে চলমান ও এগিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েই এটি করা হচ্ছে।

অ্যালায়েন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসবাহ রবিন বলেন, '২০১৮ সালের ১১ জুলাইয়ের পর একদিন থাকবে না অ্যালায়েন্স। তবে যে সংস্থা এটির দায়িত্ব নেবে, তাদের ওপর বিদেশি ক্রেতা ও ব্র্যান্ডের ভরসা কতটুকু আছে, সেটিও দেখতে হবে। কারণ, তারা কেবল শ্রম আইন বাস্তবায়ন করে। সংস্কার কাজ তদারকিতে অনেক প্রযুক্তিগত সহায়তা লাগবে। আশা করি, দুই বছরের মধ্যে সেই সক্ষমতা তৈরি হবে।'

অ্যাকশনএইড রানা প্লাজা ধসে আহত শ্রমিক ও নিহত শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের ওপর একটি জরিপ চালায়। অনুষ্ঠানে জরিপের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেন সংস্থার কর্মকর্তা নুজহাত জেবিন। তিনি রানা প্লাজার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে কারখানার নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রমকে শক্তিশালী, কারখানায় স্বাধীনভাবে ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত, শ্রম আইনের দুর্বল দিকগুলো সংশোধন এবং ব্র্যান্ডগুলোর জবাবদিহি নিশ্চিত করার সুপারিশ করেন।

অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সৈয়দ আহম্মদ রানা প্লাজা ধসের শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেন। তিনি জানান, শ্রম আইন সংশোধনের পর পোশাকশিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের হার বাড়ছে। এখন পর্যন্ত ৪৮১টি ইউনিয়ন নিবন্ধিত হয়েছে।

ট্রেড ইউনিয়নের বিষয়ে হামিদা হোসেন বলেন, বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়নের দুটি সমস্যা। এক. ইউনিয়ন অনেক বেশি রাজনৈতিকীকরণ হয়ে আছে। দুই. মালিকেরাও ট্রেড ইউনিয়ন করছেন। ফলে স্বাধীনভাবে শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারেন না।

অ্যাকশনএইডের এদেশীয় পরিচালক ফারাহ কবির বলেন, 'যে ট্র্যাজেডি ঘটেছিল, সেটি ঘটার কথা ছিল না। ১০-১৫ বছর পরও আমরা যেন ভুলে না যাই, এটি আমাদের ব্যর্থতা ছিল। ব্যর্থতাটি সরকারের সংস্থা, ভবনমালিক, কারখানার মালিক ও ব্র্যান্ডের।' তিনি বলেন, 'যতটুকু ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে, বাকিটার জন্য যাতে আরেকটি রানা প্লাজা ধস দেখতে না হয় আমাদের।'

প্রথম আলো

Date:17-04-2016 Page: 20, Col:2-4 Size: 24 Col*Inc

আহতদের ৫৯ শতাংশ মানসিক সমস্যায়

রানা প্লাজায় ধস

আহত শ্রমিক ও নিহত শ্রমিক পরিবার নিয়ে অ্যাকশনএইডের জরিপ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ধসের প্রায় তিন বছর পরও সাভারে রানা প্লাজার ৫৮ দশমিক ৪ শতাংশ বা ৭৬০ জন আহত শ্রমিক দীর্ঘমেয়াদি মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। তবে ৩৭ দশমিক ৩ শতাংশের অবস্থা ভালোর দিকে। আর ৪ দশমিক ৩ শতাংশ শ্রমিক একদম ভালো হয়ে গেছেন।

বেসরকারি সংস্থা অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের এক জরিপে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। গত মাসে টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে এই জরিপে রানা প্লাজা ধসে আহত ১ হাজার ৩০০ শ্রমিক অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ নারী ও ৩৫ শতাংশ পুরুষ। এ ছাড়া ভবনধসের ঘটনায় নিহত শ্রমিক পরিবারের ৫০০ জন সদস্য জরিপে অংশ নেন। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারে রানা প্লাজা ধসের পর তৃতীয়বারের মতো জরিপ করল সংস্থাটি।

রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে গতকাল শনিবার অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ আয়োজিত 'বহুপাক্ষিক সংলাপ : রানা প্লাজা ধসের তিন বছর ও পোশাকশিল্পের অগ্রগতি' শীর্ষক অনুষ্ঠানে জরিপে উঠে আসা তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করা হয়। সংস্থার এদেশীয় পরিচালক ফারাহ কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জরিপের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন অ্যাকশনএইডের কর্মকর্তা নুজহাত জেবিন। তিনি বলেন, জরিপে অংশগ্রহণকারীদের কাছে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, কাজ, আয়-ব্যয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি জানতে চাওয়া হয়।

দীর্ঘমেয়াদি মানসিক সমস্যায় ভুগলেও আহত শ্রমিকদের শারীরিক অবস্থা উন্নতির দিকে যাচ্ছে। জরিপের তথ্য বলছে, বর্তমানে ৭৮ দশমিক ৮ শতাংশ শ্রমিকের শারীরিক অবস্থা ভালো। তবে ১৪ দশমিক ৬ শতাংশ শ্রমিক বলছেন, তাঁরা মাথাব্যথা, হাতে-পায়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথাসহ বেশ কিছু শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন।

রফিক খান নামের এক আহত শ্রমিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'রানা প্লাজা ধসের ১৯ ঘণ্টা পর আমাকে উদ্ধার করা হয়। সাত দিন আমার কোনো জ্ঞান ছিল না।' তিনি বলেন, চিকিৎসার পরও পুরোপুরি সুস্থ হননি। মেরুদণ্ড ও পায়ে ব্যথার কারণে হাঁটতে পারেন না। ঠিকমতো দাঁড়াতে সমস্যা হয় তাঁর।

সাড়ে তিন লাখ টাকার মতো অর্থসহায়তা পেয়েছেন রফিক খান। একটি মুদি দোকান দিয়েছেন তিনি। তবে ব্যবসায় ক্রমাগত লোকসান গুনছেন। তিনি বলেন, 'যেভাবে চলছে সেটিকে চলা বলে না। খুবই কষ্টে আছি।' নিজের চিকিৎসার খরচ দেওয়ার আবেদন জানান তিনি।

নাজমা নামের আরেক আহত শ্রমিক বলেন, 'আমার মাথায় এখনো ব্যথা করে।'

জরিপের তথ্য ও শ্রমিকদের কথা শুনে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি এখনো বড় বিষয়। এটি এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। আহত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত মূল্যায়ন করে যে অর্থসহায়তা দেওয়া হয়েছে, সেটি পর্যাপ্ত নয়। এ জন্য দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা হিসেবে সরকার 'হেলথ কার্ড' দিতে পারে। যে কার্ডটি দেখিয়ে আহত ব্যক্তিরা স্থানীয় সরকারি হাসপাতাল থেকে বিনা মূল্যে ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধ পেতে পারেন।

আহত শ্রমিকদের কাজে ফেরার হার অবশ্য বাড়ছে। জরিপে বলা হচ্ছে, আহত শ্রমিকদের ৫১ দশমিক ৮ শতাংশই কোনো না কোনো ব্যবসা

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৮

মানসিক সমস্যায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

করছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ ২৩ শতাংশ ছোট ব্যবসায়ী। সাড়ে ২১ শতাংশ আবার পোশাক কারখানায় কাজ নিয়েছেন। টেইলার্সে, মুদি দোকানে, কৃষিকাজে, গৃহকর্মীর কাজে ও প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন অনেকে। তবে আহত ব্যক্তিদের ৪৮ দশমিক ২ শতাংশ এখনো সাময়িকভাবে বেকার।

ধসে আহত অধিকাংশ শ্রমিকই তাঁদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। সব মিলিয়ে শতকরা ৩০ জন শ্রমিক কোনোমতে সংসার চালাচ্ছেন। আহত শ্রমিকের ৭ শতাংশের মাসিক আয় এখন ৫ হাজার টাকার নিচে। ৪১ শতাংশের আয় ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা। ৩০ শতাংশের আয় ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা। ১৪ দশমিক ৮ শতাংশের মাসিক আয় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। ২০ হাজার টাকার ওপরে আয় সাড়ে ৬ শতাংশ শ্রমিকের।

অন্যদিকে ভবনধসে অধিকাংশ নিহত শ্রমিকের পরিবারে বর্তমানে উপার্জনক্ষম সদস্য মাত্র ১ জন। ৯ দশমিক ৮ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় ৫ হাজার টাকার নিচে। ৪৫ দশমিক ৪ শতাংশের আয় ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা। ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা আয় আছে ২৪ দশমিক ৮ শতাংশ পরিবারের। তবে ৩ দশমিক ৮ শতাংশের মাসিক কোনো আয় নেই।

জরিপে অংশ নেওয়া আহত শ্রমিক ও নিহত শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা জানান, মাসিক আয়ের ৬১ শতাংশই খাবার কিনতে ব্যয় হয়। ১৫ শতাংশ ঘর ভাড়া দিতে চলে যায়। বাচ্চাদের পড়াশোনায় সাড়ে ১২ শতাংশ খরচ হয়। চিকিৎসায় ব্যয় সাড়ে ৮ শতাংশ।

রানা প্লাজা ধসের পর পাওয়া আর্থিক সহায়তার ৩৩ ভাগই ধারদেনা শোধ করতে খরচ হয়েছে বলে জানালেন জরিপে অংশ নেওয়া আহত শ্রমিকেরা। তাঁরা বলছেন, সহায়তার ৪৯ ভাগ অর্থ ব্যয় হয় খাবার, ওষুধ ও সংসারের দৈনন্দিন কাজে।

ভবিষ্যতে কী করতে চান—এই প্রশ্নের জবাবে ৭৮ দশমিক ৮ শতাংশ শ্রমিক বলেছেন, তাঁরা ব্যবসা করতে চান। পোশাক কারখানায় কাজ করতে চান ৪ দশমিক ৮ শতাংশ শ্রমিক। তবে ১০ শতাংশের কোনো পরিকল্পনা নেই।

সংবাদ
Date: 17-04-16 Page:1 Col:5-7 Size: 20 CoPinc

রানা প্লাজা ধসে আহত ৫৯ শতাংশ শ্রমিক মানসিক সমস্যায় ভুগছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রানা প্লাজা ধসে আহত শ্রমিকদের শারীরিক অবস্থা ভালোর দিকে যাচ্ছে কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে এখনও কিছু জটিলতা আছে। আহত শ্রমিকদের ৫৯ শতাংশ এখনও মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। শারীরিক ও মানসিক সমস্যার কারণে দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকরা এখনও কাজে ফিরতে পারছে না। ৩৭ দশমিক ৩ শতাংশ আহত শ্রমিকের অবস্থা ভালোর দিকে যাচ্ছে। ৪ দশমিক ৩ শতাংশ শ্রমিক পুরোপুরি ভালো হয়ে গেছেন। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, আহত শ্রমিকদের ৫২ শতাংশ চাকরি বা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ৪৮ শতাংশ শ্রমিক এখনও বেকার। গত বছর এ বেকারের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৫ শতাংশ। অন্যদিকে বেঁচে থাকা শ্রমিকদের প্রায় ৭৯ শতাংশ নিজে ব্যবসা করতে চান। এখনও অধিকাংশ শ্রমিকদের মধ্যে কারখানায় কাজ করার ভীতি আছে। মাত্র ৫ ভাগ শ্রমিক পোশাক শিল্পে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছেন।

বেসরকারি সংস্থা অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ পরিচালিত 'রানা প্লাজা ধসের তিন বছর : পোশাক শিল্পের অগ্রগতি' শীর্ষক এ গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। রানা প্লাজা ধসের পর শ্রমিকদের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এ গবেষণা করা হয়। গতকাল ব্র্যাক সেন্টারে এ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় আহত এক হাজার ৩০০ জন শ্রমিকের ওপর এ জরিপ চালানো হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের বেশির ভাগেরই বয়স ২১ থেকে ৩০ এর মধ্যে। আর নিহত শ্রমিকদের পরিবারের ৫০০ জন সদস্যের সঙ্গেও কথা বলেছে সংস্থাটি।

অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ্ কবিরের সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের মহাপরিদর্শক সৈয়দ আহম্মদ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের চেয়ারপারসন হামিদা হোসেন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা- আইএলও'র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক টিউমো পটিআইনেন, এদেশের কারখানার কর্মপরিবেশ ঠিক করতে কাজ করা উত্তর আমেরিকার ক্রেতা জোট এ্যালায়েন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেছবা রবিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে গবেষণা প্রতিবেদন তুলে ধরেন অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের ম্যানেজার নুজহাত জেবিন। গবেষণানার প্রথম ভাগে রানা প্লাজার দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং দ্বিতীয় ভাগে পোশাক খাতের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়।

প্রকাশিত প্রতিবেদনে ক্ষতিপূরণের বিষয়ে বলা হয়, ক্ষতিপূরণ দিতে মালিক, ক্রেতা, সরকার নানা সময় নানা উদ্যোগ নিয়েছে। ক্রেতারা যে টাকা দেয়ার কথা বলেছে, তারা বলছে- তা দেওয়া হয়ে গেছে। তবে শ্রমিকরা যে টাকা পেয়েছে, তা আসলে তাদের কাজে আসছে না। ক্ষতিপূরণে শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। এছাড়া কোন প্রক্রিয়ায় এবং কোন মানদণ্ডে এই ক্ষতিপূরণ দেয়া

মানসিক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

মানসিক : সমস্যায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হলো এটা এখনও শ্রমিকদের কাছে পরিষ্কার নয়। রানা প্লাজা ধসের পর শ্রম আইন সংশোধন একটি বড় ঘটনা। কিন্তু এখনও বেশ কিছু বিষয়ে পরিবর্তন দরকার বিশেষ করে শ্রমিক কর্তৃক অসৎ আচরণের সংজ্ঞা, ফ্যাক্টরি বন্ধ ঘোষণা ইত্যাদি। গবেষণার প্রতিবেদনে পোশাক খাতের উন্নতিতে কিছু সুপারিশ করা হয়। সুপারিশগুলোর মধ্যে আছে- একটি জাতীয় ক্ষতিপূরণ কাঠামো করা; নিয়মিত কারখানা পরিদর্শন ও এ সংক্রান্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা; কারখানায় স্বাধীনভাবে সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত করা; শ্রম আইনের দুর্বল দিকগুলো সংশোধন করা। হামিদা হোসেন বলেন, শ্রমিকরা যা পেয়েছে বা পাচ্ছে তাকে আসলে ক্ষতিপূরণ বলা যাবে না। এখন আইনে ১ লাখ ২০ হাজার টাকার কথা বলা হয়েছে। আইনি কিছু জটিলতা আছে। শ্রমিকরা যে শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় পড়েছেন তাতে তাদের দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা জরুরি।

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, শ্রমিকদের জন্য যে সহায়তা দেয়া হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়।

দৈনিক
সংগ্রাম
Date: 17-04-2016 Page 12, Col :6-8 Size: 24 Col*Inc

দুর্ঘটনার তিন বছরে অ্যাকশন এইডের প্রতিবেদন

রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত অনেক শ্রমিক পরিবার যথাযথভাবে আর্থিক সহায়তা পায়নি

স্টাফ রিপোর্টার : 'বহুপাক্ষিক সংলাপ : রানা প্লাজা ধসের তিন বছর ও পোশাক শিল্পের অগ্রগতি' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ। গতকাল শনিবার রাজধানীর ব্র্যাক-ইন সেন্টারে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রানা প্লাজা ধসের তৃতীয় বছরে এসে শ্রমিকদের অনেক উন্নতি হয়েছে। তবে আহত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা দ্রুত না পাওয়ায় সেভাবে কাজে আসেনি। আহত এবং নিহত শ্রমিকরা যেভাবে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার কথা ছিল তারা সেভাবে তা পায়নি। উল্লেখ্য, রানা প্লাজার আহত এবং নিহত বেশকিছু জন শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে গবেষণা প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়। এর মধ্যে বেশির ভাগেরই বয়স ২১ থেকে ৩০ বছর।

গবেষণায় বলা হয়েছে, রানা প্লাজায় আহত শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। আহত শ্রমিকদের মধ্যে ২০১৪ সালে ৯ শতাংশ শ্রমিকের অবস্থা খারাপ ছিল আর ১ দশমিক ৫ শতাংশের অবস্থা ছিল গুরুতর। ২০১৫ সালে ১৪১৪ জন আহত শ্রমিকের মধ্যে থেকে প্রায় ৭০ শতাংশের অবস্থা ভালোর দিকে। আর ২২ দশমিক ৬ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছেন, তাদের শারীরিক অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। ২০১৬ সালে এসে ৭৮ দশমিক ৮ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছেন, তাদের শারীরিক অবস্থা ভালো। আর ১৪ দশমিক ৬ শতাংশ শ্রমিক বলেছেন, তাদের এখনো বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা রয়েছে।

কলকারখানায় শ্রমিক নিরাপত্তায় সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। আগামীতে রানা প্লাজার মতো ঘটনা যেন আর না ঘটে, সেজন্যই প্রয়োজন সকল চিত্র সামনে এনে একটা রাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা করা। অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ্ কবিরের সঞ্চালনায় প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচক ছিলেন মানবাধিকারকর্মী ড. হামিদা হোসেন, কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের ইন্সপেক্টর জেনারেল সাইদ আহমেদ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষক খন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেন, *(১১-এর পৃষ্ঠার ৪ কলাম)*

যথাযথভাবে আর্থিক সহায়তা পায়নি

(১২ পৃ: ৮-এর ক: পর)

'ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের (আইএলও) প্রকল্প ব্যবস্থাপক টপো পুটিয়ানেন, পোশাক খাতের উন্নয়নে গঠিত মার্কিন ক্রেতাদের সংগঠন 'অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সেফটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসবাহ রবিন। এছাড়া রানা প্লাজার ভুক্তভোগী শ্রমিক রফিক খান ও নাজমা আক্তার আলোচনায় অংশ নেন। গবেষণা প্রতিবেদনটি তুলে ধরেন অ্যাকশনএইডের রাইট টু জাস্ট অ্যান্ড ডেমোক্রেটিক গভর্নেন্সের (এএবি) ম্যানেজার নুজহাত জেবিন।

গবেষণায় আরো বলা হয়, তিন বছরের জরিপ থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, আহত শ্রমিকদের কাজে ফেরার হার ক্রমবর্ধমান। একই সঙ্গে বেকারত্বের হার এই তিন বছরে ক্রমশ কমে যাচ্ছে। সর্বশেষ জরিপে দেখা গেছে, আহত শ্রমিকদের ৫২ শতাংশ কোনো চাকরি বা স্বকর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, ৪৮ শতাংশ এখনও বেকার। যারা এই মুহূর্তে কাজে যুক্ত না, তাদের বেশিরভাগই সাময়িকভাবে বেকার।

ফারাহ কবির বলেন, আমাদের আইন আছে। কিন্তু তার প্রয়োগ নেই, বাস্তবায়ন নেই। রানা প্লাজা ধস হওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু সংশ্লিষ্ট সবার সম্পূর্ণ ফেইলরের (ব্যর্থতা) কারণেই ঘটেছে। যার যেখানে যে দায়িত্ব ছিল তিনি তা পরিপূর্ণভাবে পালন করেননি। তাই এমন ঘটনা ঘটেছে। তাই আমাদের সকল চিত্র সামনে এনে একটি সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে।

কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের ইন্সপেক্টর জেনারেল সাইদ আহমেদ বলেন, আমরা প্রতিটি কারখানা পরিদর্শনের চেষ্টা করছি। এই ৪ হাজার ৮০৮টি কারখানার মধ্যে এখন পর্যন্ত ৮০০টি কারখানার তথ্য আমাদের কাছে রয়েছে। তবে সব খুঁটিনাটি তথ্য এখনও আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কারখানায় শ্রমিক নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো ছাড় দেওয়া হচ্ছে না বলেও জানান তিনি। এই মুহূর্তে ৪৮১টি কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে।

সিপিডির গবেষক খন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, রানা প্লাজার পর অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু আহত শ্রমিকদের সবার অবস্থা এক নয়। আহত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকির যে সহায়তা দেওয়া হয়েছে তা পূর্ণাঙ্গ নয়। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি সমাধানে দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা ও সরকারি সংস্থার মধ্যে নেওয়া প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে বলে মনে করেন এই গবেষক।

তিনি বলেন, শ্রমিক নিরাপত্তার ইস্যুতে সমন্বিত উদ্যোগ দরকার। আহত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবায় একটি বিশেষ 'স্বাস্থ্যকার্ড' প্রদান করা যেতে পারে, যেন ওই শ্রমিক সকল সরকারি হাসপাতালে কার্ড দেখিয়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারেন। এ কাজটি সরকারি দফতর থেকে উদ্যোগ নিলে ভালো হয়।

অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সেফটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসবাহ রবিন বলেন, আমাদের মেয়াদ ২০১৮ সালের ১১ জুলাই পর্যন্ত। এরপর আর একদিনও আমরা থাকবো না। কিন্তু অন্য যেসব সংস্থা কাজ করছে, তাদের ওপর বিদেশি ক্রেতাদের কতটুক আস্থা রয়েছে সেটি ভেবে দেখা দরকার। তা না হলে ২০১৮ সালের পর বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) সেক্টরে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

তিনি বলেন, আমরা সকল কারখানাকে সাতদিন সময় দিয়েছি। এ সাতদিনের মধ্যে সমস্ত কেচি গেট বা কলাপসিবল গেট তুলে দিতে হবে। তা না হলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেবো। কেননা, যতগুলো দুর্ঘটনা ঘটেছে তা অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, কলাপসিবল গেট বন্ধ থাকার কারণে কেউ বের হতে পারেননি। ফলে বহু শ্রমিককে জীবন দিতে হয়েছে।

সমকাল
Date: 17-04-2016 Page: 02 Col: 6-7 Size: 15 Col*Inc

অ্যাকশন এইডের জরিপ

রানা প্লাজা ধসে আহতদের ৪৮ শতাংশ বেকার

সমকাল প্রতিবেদক

রানা প্লাজার পাঁচ কারখানার শ্রমিকদের ৪৮ শতাংশই এখনও বেকার। আহত এসব শ্রমিককে নিয়োগ দিতে কারখানা মালিকদের অনীহা এবং আহত শ্রমিকদের উপযোগী কাজের অভাব, স্থায়ী পঙ্গুত্ব ও শারীরিক দুর্বলতার কারণে এ অবস্থা দাঁড়িয়েছে। এসব শ্রমিকরা স্বনিয়োজিত কাজের ক্ষেত্রেও নানা প্রতিবন্ধকতার শিকার হচ্ছেন। ফলে কেউ কেউ কাজ পেয়ে পুনর্বাসিত হলেও অনেকে এখনও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেননি। অ্যাকশন এইড পরিচালিত এক জরিপের প্রাথমিক ফলাফলে এ তথ্য উঠে এসেছে। 'রানা প্লাজা ধসের তিন বছর : পোশাক খাতে পরিবর্তন' শীর্ষক বহুপাক্ষিক এক সংলাপে এ জরিপের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

গতকাল শনিবার রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারইনে ওই সংলাপের আয়োজন করে অ্যাকশন এইড। সংস্থার কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবীরের সঞ্চালনায় সংলাপে অংশ নিয়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের চেয়ারপারসন হামিদা হোসেন বলেন, পোশাক খাতে সব দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বিজিএমইএকে এ বিষয়ে দায় নিতে হবে। কারণ সরকারের কাছ থেকে অনেক আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে তারা। প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে দেওয়া ক্ষতিপূরণ নিয়েও অস্পষ্টতা কাটেনি। রানা প্লাজার জন্য সংগৃহীত অর্থ কত ব্যয় করা হলো– এ বিষয়ে চাপ দেওয়া উচিত।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা-সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, স্বাস্থ্যগত পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

রানা প্লাজা ধসে আহতদের

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

ক্ষতি বিবেচনায় না নেওয়ায় ক্ষতিপূরণ পূর্ণাঙ্গ হয়নি। ক্ষতিপূরণের একটি স্থায়ী কাঠামো হয়নি এতদিনেও। এমনকি ক্ষতিপূরণের সমন্বিত কোনো ডাটা কারও কাছে নেই। রানা প্লাজা ধসের পর পোশাক খাতের উন্নয়নে নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ কতটা প্রাতিষ্ঠানিক করা হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

কারখানা পরিদর্শন ও প্রতিস্থাপন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সৈয়দ আহমেদ বলেন, শিল্পের সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষায় নিয়মিত কারখানা পরিদর্শন করা হচ্ছে। তবে এতেই কেবল শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে না। কারখানা মালিকদের এগিয়ে আসতে হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও কর্মসূচি ব্যবস্থাপক টিউমো পটিআইনেন বলেন, শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও পোশাক খাতের উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ প্রয়োজন। তিনি বলেন, সরকার, মালিক, ক্রেতাদের বিচ্ছিন্ন উদ্যোগকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দিতে হবে। শ্রমিকদের স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নের অবাধ সুযোগ দিতে হবে। মার্কিন ক্রেতাদের জোট অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেফটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেহবা রবিন বলেন, বাংলাদেশের পোশাক খাতে অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যে সাব কন্ট্রাক্ট কারখানা শীর্ষে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো নীতিমালা হয়নি। তিনি বলেন, অ্যালায়েন্স এ দেশে ১১ জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কাজ করবে। তার পর সংস্কার অব্যাহত রাখা এবং মান ধরে রাখা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। সভায় আহত শ্রমিকদের পক্ষে ফ্যান্টম কারখানার শ্রমিক নাজমা আক্তার বলেন, 'ঘটনার দিন হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর অনেক শব্দ হলো। সব ভেঙে পড়ল। শরীরে প্রচণ্ড আঘাত পাই। তার পর আপনার জানেন। এখন গার্মেন্টে ফিরে যেতে চাই না।'

প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন অ্যাকশন এইডের ব্যবস্থাপক নুজহাত জাবিন। তিনি বলেন, জরিপের ফল অনুযায়ী, বেঁচে থাকা শ্রমিকদের মাত্র ৫ ভাগ পোশাক শিল্পে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ এখনও অধিকাংশ শ্রমিকের মধ্যে কারখানায় কাজ করার ভীতি আছে। ৭৯ শতাংশ নিজেরাই ব্যবসা করতে চান। জরিপ অনুযায়ী, শ্রমিকরা যে আয় করেন, তার ৬১ ভাগ চলে যায় খাবারে। জরিপে এক হাজার ৩০০ শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া মৃত শ্রমিকের ৫০০ পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

ন্যায্য ক্ষতিপূরণে একটি জাতীয় স্থায়ী কাঠামো প্রণয়নের সুপারিশ করা হয় প্রতিবেদনে। এ ছাড়া কারখানা পরিদর্শন প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা, কারখানায় স্বাধীন সংগঠন অধিকার নিশ্চিত করা ও শ্রম আইন সংশোধনের কথা বলা হয়। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি, কারখানা মালিক সংলাপে অংশ নেন।

সকালের খবর

Date:17-04-2016 Page: 01, Col 7-8 Size: 26 Col*Inc

গবেষণা প্রতিবেদনে তথ্য

মানসিক সমস্যায় ৫৯ শতাংশ শ্রমিক, বেকার ৪৮ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

সাভারের রানা প্লাজা দুর্ঘটনার শিকার প্রায় ৫৯ ভাগ শ্রমিক দীর্ঘমেয়াদি মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। সেই সঙ্গে ৪৮ ভাগ শ্রমিক এখনও বেকার। শারীরিক ও মানসিক সমস্যার কারণে তারা এখনও কাজে ফিরতে পারছেন না। অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের এক গবেষণা প্রতিবেদনে এমন তথ্য ফুটে উঠেছে। গতকাল ঢাকার ব্রাক সেন্টার ইন-এ 'রানা প্লাজা ধসের তিন বছর : পোশাক শিল্পের অগ্রগতি' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে অ্যাকশন এইড, যেখানে রানা প্লাজা থেকে বেঁচে যাওয়া শ্রমিকদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং পোশাক খাতের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি

'শ্রমিকরা যা পেয়েছেন তা ক্ষতিপূরণ নয়'

২০১৮ সালের পর একদিনও থাকবে না অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্স : মেজবা রবিন

গার্মেন্টসে কাজ করতে চান মাত্র ৫ ভাগ

রানা প্লাজা ধসের পর আহত শ্রমিকদের সহায়তার জন্য নেওয়া উদ্যোগ সম্পূর্ণ ছিল না বলে মনে করেন এই খাতের বিশেষজ্ঞরা। তারা মনে করেন, এখনও সবচেয়ে প্রধান সমস্যা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি। আর এই স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কথা বিবেচনায় নিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং তহবিল গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। যাতে করে আহতরা নিয়মিত সহায়তা পান।

অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের এদেশীয় পরিচালক ফারাহ কবিরের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের

এরপর পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ১

মানসিক সমস্যায় ৫৯ শতাংশ শ্রমিক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চেয়ারপারসন হামিদা হোসেন, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, কারখানা পরিদর্শন ও প্রতিস্থাপন অধিদফতরের মহাপরিদর্শক সৈয়দ আহমেদ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা–আইএলও'র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক টিউমো পটিআইনেন; উত্তর আমেরিকার ক্রেতা জোট অ্যালায়েন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেজবা রবিন, গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক নুজহাত জেবিন।

শ্রমিকদের এসব স্বাস্থ্যগত সমস্য সমাধানে পরামর্শ দিয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ-সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, আহত শ্রমিকদের জন্য হেলথ কার্ডের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাতে করে তারা স্থানীয় পর্যায়ে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা পেতে পারে। শ্রমিকদের জন্য যে সহায়তা দেওয়া হয়েছে সেটা পূর্ণাঙ্গ নয় উল্লেখ করেন তিনি বলেন, তাদের কর্মসংস্থান, পুনর্বাসনের জন্য যা করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। শ্রমিকরা এখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় শারীরিক ও মানসিক সমস্যা নিয়ে আছেন। এছাড়া ক্ষতিপূরণের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, ক্ষতিপূরণের যে সহায়তা দেওয়া হয়েছে সেটা ভেঙে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ফলে ওই টাকা তারা বিনিয়োগ করতে পারেননি। ৪৪ শতাংশ তারা নিজেদের খাওয়া খরচ ও দৈনন্দিন চাহিদা মেটানো এবং ঋণ পরিশোধে খরচ করে ফেলেছেন।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে আহতদের সবার পরিস্থিতি একরকম নয়। অনেকে এখনও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে রয়েছেন। বেঁচে থাকা শ্রমিকদের প্রায় ৭৯ শতাংশ নিজে ব্যবসা করতে চান। মাত্র ৫ ভাগ শ্রমিক পোশাক শিল্পে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ এখনও অধিকাংশ শ্রমিকের মধ্যে কারখানায় কাজ করার ব্যাপারে ভীতি আছে।

প্রতিবেদনের এই জরিপে মোট ১৩০০ জন অংশগ্রহণ করেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগেরই বয়স ২১ থেকে ৩০ এর মধ্যে। আর মৃত শ্রমিকের পরিবারের ক্ষেত্রে ৫০০ পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

প্রতিবেদনের ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে কথা বলেন দুজন শ্রমিক। তাদের একজন নাজমা আক্তার। তিনি বলেন, আমি ফ্যান্টম ফ্যাক্টরিতে কাজ করতাম। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর শব্দ হল। সব ভেঙে পড়ল। শরীরে প্রচণ্ড আঘাত পাই। তারপর আপনারা জানেন। এখন গার্মেন্টসে ফিরে যেতে চাই না। সেই ঘটনা আমি আর ভুলতে পারি না। ঘটনার পর আমি তিন ধাপে টাকা পেয়েছি। প্রথমে ৫০ হাজার, পরে ৩৫ হাজার এবং শেষে ৬০ হাজার। তবে এই টাকা বেশি কাজে লাগাতে পারিনি। এখনও আমার মাথায় সমস্যা। চিকিৎসা এখনও শেষ করতে পারিনি।

রানা প্লাজায় থাকা ইথার টেক্স-এ কাজ করা রফিক খান বলেন, আমি এখনও ঠিকমতো হাঁটতে পারি না। বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা পেয়েছি। তবে এখনও ভালো হতে পারিনি। আবার চিকিৎসা নিতে হচ্ছে নিজের টাকায়। সাভারে কিছু প্রশিক্ষণ পেয়েছি। সেটা দিয়ে একটা দোকান দিয়েছি। এখন আর গার্মেন্টসে কাজ করতে চাই না। প্রথম প্রথম অনেকেই যোগাযোগ করত। নানা সময়ে কিছু টাকা পেয়েছি, তবে সেটা বেশি কাজে লাগাতে পারিনি।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের চেয়ারপারসন হামিদা হোসেন বলেন, শ্রমিকরা যা পেয়েছে বা পাচ্ছে তাকে আসলে ক্ষতিপূরণ বলা যাবে না। এখন আইনে ১ লাখ ২০ হাজার টাকার কথা বলা হয়েছে। আইনি কিছু জটিলতা আছে। শ্রমিকরা যে শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় পড়েছেন তাতে তাদের দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা জরুরি।

ফারাহ কবির বলেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর ক্ষতিপূরণ, নিরাপত্তা, কর্মপরিবেশ নিয়ে বিভিন্নভাবে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে গবেষণার ফল আমাদের আশাবাদী করছে না। আমাদের কাজ ও উদ্যোগগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে, না পারলে অবস্থার পরিবর্তন হবে না। তিন বছর পার হয়ে গেল। এখন পর্যন্ত শ্রমিকদের যা দেওয়া হয়েছে সেটা আর্থিক সহযোগিতা। ক্ষতিপূরণ বললেই শ্রমিকের মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক বিষয়গুলোকে নিয়ে কাজ করতে হবে।

সৈয়দ আহমেদ বলেন, রানা প্লাজার দুর্ঘটনার পর সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। একটি ডিপার্টমেন্ট তৈরি করা হয়েছে। যার সবচাইতে বড় অর্জন কারখানার বড় একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। যেখানে ৪৮০৮টি ফ্যাক্টরির তথ্য দেওয়া হয়েছে। আমরা কারখানা পরিদর্শন করছি। তবে শুধু পরিদর্শনই সমধান নয়। মালিকদের এগিয়ে আসতে হবে শ্রমিকদের নিরাপত্তায়। সব পক্ষকে নিয়ে কাজ করতে হবে। শুধু মামলা বা পরিদর্শন দিয়ে পরিস্থিতির উন্নতি হবে না।

মেজবা রবিন বলেন, বাংলাদেশের পোশাক খাতে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ। এখনও সাব কন্ট্রাটিংয়ের জন্য কোনো নীতিমালা নেই। তাই শ্রমিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। আমরা কারখানা পরিদর্শন করেছি। তবে ফ্যাক্টরির কর্মপরিবেশ উন্নত করার দায়িত্ব মালিকের। সেটা সে না করলে কারখানার পরিবেশ কোনোভাবেই উন্নত হবে না। তিনি আরও বলেন, ইউরোপের ক্রেতা জোট অ্যাকর্ড ও আমরা ১১ জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কাজ করব।